শিক্ষার অধিকার আইনকে বুড়ো আঙুল দেখালো স্কুল কর্তৃপক্ষ

সংবাদ সংকলন : শিক্ষার অধিকার আইন চালু হবার পর ভর্তি হতে চাওয়া কোন শিশুকে স্কুল কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে দিতে পারবে না - এমনটা ভাবা নিশ্চয় কোন শিশুর পক্ষে অন্যায় নয়। কিন্তু ক্ষমতাবানদের কথা আলাদা। জনহিতকর কোন আইনকে মেনে চলা তাদের ধাতে সয় না এবং অপরাধ করেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা পার পেয়ে যায়। অন্য অনেক আইনের মতই শিক্ষার অধিকার আইনও এই তালিকায় স্থান পেল। সম্প্রতি মুম্বাই-এর নিকটস্থ বান্দ্রার একটি বেসরকারি ইংরাজী মাধ্যম স্কুল ১১ বছরের এক কিশোরীকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তাদের প্রকাশ্য যুক্তি মেয়েটি ইংরাজী জানেনা, তাই (শিক্ষার অধিকার আইনে ভর্তি না নেওয়ার এমন কোন যুক্তি নেই)। তাদের অপ্রকাশ্য যুক্তি মেয়েটিকে ভর্তি নিলে স্কুলে জঙ্গী হামলা হতে পারে। মেয়েটি আর কেউ নয়, দেবিকা রোতায়ান, ২৬/১১-র মুম্বাই হামলার একমাত্র জীবিত ধরা পড়া অপরাধী আজমল কাসভের বিচারের কনিষ্ঠতম সাক্ষী ছিল সে। ২০০৮ সালে ২৬ নভেম্বর ছত্রপতি শিবাজি স্টেশনে গুলি চালনারত আজমল কাসভকে আদালতে সে চিহ্নিত করেছিল। ২২.০৬.১০

মে-জুন ২০১০

সমপথ

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

মালদহের দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ফি ফেরত দিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকারি নির্দেশ (৫৩২-এ ডিন (স) - আই এফ - ২-৮২, ২৬ জুন, ১৯৯৩) অনুযায়ী ভর্তির জন্য গ্রামাঞ্চলে বার্ষিক ৬৩ টাকা ও শহরাঞ্চলে বার্ষিক ৭৫ টাকা নেওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ স্কুল অতিরিক্ত টাকা ফি নিয়ে থাকে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষেও যথারীতি বিভিন্ন স্কুল এই অতিরিক্ত ফি নিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করেছে। মালদহ জেলার কালিয়াচক ৩ নং ব্লকের চামাগ্রাম হাইস্কুল এবং শিমুলতলা হাইমাদ্রাসা ভর্তির সময় যথাক্রমে ১৭৫ টাকা ও ২০০ টাকা নেয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর কালিয়াচক ব্লক কমিটি, বিহারিটোলা সমাজ সেবা সমিতি সহ এলাকার বিভিন্ন মানুষ সংগঠিতভাবে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে বেশি ভর্তি ফি নেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ফি ফেরত দিতে বাধ্য হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা এই সিদ্ধান্তে খুশি।

পঁচিশ বছরেও ন্যায়বিচার পেলনা ভোপালের গ্যাস-পীড়িতরা

সংবাদ সংকলন : প্রায় পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের এক রাতে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী শহর ভোপালে অবস্থিত রাসায়নিক কারখানা ইউনিয়ন কার্বাইড থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিক করে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। এ পর্যন্ত এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা গেছে নানা বয়সি মোট ১৫,১৩৪ জন। এদের মধ্যে ৪,০০০ জনের মৃত্যু ঘটে দুর্ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই। বিষাক্ত গ্যাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৭০ হাজার। সেদিনের আক্রান্তরা যারা আজও বেঁচে আছে তাদের কষ্টের সীমা নেই। এই দুর্ঘটনার পর যেসব শিশুর জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই পঙ্গু। দুর্ঘটনার পর ইউনিয়ন কার্বাইড-এর বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছিল গত ৭ জুন তার রায় বেরিয়েছে। দীর্ঘ প্রতিক্ষিত এই রায় শুনে গ্যাস-পীড়িতরা শুধু

হতাশই নয়, ক্ষিপ্তও। সাত জন আধিকারিককে দু'বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে, যারা *শেষাংশ ১০ পাতায়*

চেরনোবিল দিবসে হরিপুরে পরমাণু চুল্লি স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লি স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই স্থানীয় মানুষ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। এলাকার মানুষ সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। গত ২৫ এবং ২৬ এপ্রিল (চেরনোবিল দিবস) প্রত্যেক বাড়িতে

কালো পতাকা টাঙ্গিয়ে তাঁরা প্রতিবাদ জানায় এবং নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। পরমাণু চুল্লি স্থাপনের বিরুদ্ধে পোস্টার লাগানো হয়। কোলকাতার ধর্মতলায় এক প্রতিবাদ সভারও আয়োজন করা হয়। পোস্টার, লিফলেট ও ব্যানার তৈরিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক সহায়তা করে। প্রসঙ্গত, ১৯৮৬ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য ইউক্রেনের চেরনোবিলে পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৪ নম্বর রিঅ্যাক্টরটি অপারেটরদের ভুলের জন্য দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তেজষ্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়ে ৩১ জন অপারেটরের মৃত্যু হয়। জলন্ত রিঅ্যাক্টরটির তাপ কমাতে ২৭ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত ৩০টি মিলিটারি হেলিকপ্টার থেকে টন টন বালি ও অন্য পদার্থ ফেলা হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা কোন কাজে লাগেনা। তেজষ্ক্রিয়তারোধে পরবর্তীকালে ঐ বছরেরই নভেম্বর মাসে গোটা কেন্দ্রটিকে ৭ হাজার টন ইস্পাৎ দিয়ে কংক্রিট করে দেওয়া হয়। কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যা হবার হয়ে

চেরনোবিলের বলি এক শিশু

গেছে। সোভিয়েত সরকারের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে, বেসরকারি মতে সংখ্যাটা আরো আরো অনেক বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে ইউক্রেন, বেলারুশ ও রাশিয়ার ৫০ লক্ষ মানুষ তেজষ্ক্রিয়তার শিকার হয়েছে। সংস্থার মতে বহু শিশু থাইরয়েড ক্যানসারের শিকার।

ভোপাল-চেরনোবিল আর নয়!

শিক্ষার অধিকার আইন

ওয়েবেনের উদ্যোগে বিধায়কদের সাথে আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৫ জুন ওয়েবেনের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষার অধিকার আইন নিয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য বিধানসভার চারজন বিধায়ক, কয়েকটি নাগরিক সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন, কয়েকজন শিক্ষাবিদ এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিধায়করা হলেন সুব্রত ভাওয়াল (পূর্বস্থলী), তারক ব্যানার্জী (কাশীপুর), অর্ধেন্দু মাইতি (ভগবানপুর) এবং সমরেশ দাস (এগরা)। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল উপস্থিত বিধায়কদের সাথে আইনের প্রয়োগ ও সংশোধন নিয়ে মুখোমুখি আলোচনা করা যাতে এই সভার সুপারিশগুলি বিধায়ক মহোদয়গণের মাধ্যমে যথাস্থানে পৌঁছে যায়। সভায় অংশগ্রহণকারীরা যেসব প্রশ্ন তোলেন তার যথাযথ উত্তর দেন বিধায়ক মহোদয়গণ এবং তাঁরা আইনের প্রয়োগ ও সংশোধন বিষয়ে নিজেদের মতামতও জানান। রাজ্যে শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন (SCPCR) গঠনে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে সভার পক্ষ থেকে বিধায়ক মহোদয়গণকে আবেদন জানানো হয়। সভায় উপস্থিত শিক্ষাবিদ সুজিত সিনহা ও শুভ্রা চ্যাটার্জী তাঁদের মতামত রাখেন। বর্তমান বিশ্বের শিক্ষাচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রাজ্যের চলতি ব্যবস্থা ও পাঠক্রম নিয়ে সুজিত সিনহা কিছু প্রশ্ন তোলেন। শুভ্রাদেবী বিদ্যালয়ে শিশুদের শারীরিক নির্যাতন বন্ধে আইনের ১৭ ধারা যথাযথ প্রয়োগের উপর জোর দেন। "History of Right to Education in India" - এই বিষয়ে সভায় একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেসেন্টেশন করেন স্বপন পন্ডা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মৃন্ময় ব্যানার্জী ও সভা সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সত্য গোপাল দে মহাশয়।

স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণ নিয়ে নাগরিক মঞ্চের আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৮ মে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রিসোর্স সেন্টারে নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণ নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন কর হয়। সভার শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এবং দূষণজনিত ফলাফল নিয়ে ব্যাখ্যা করেন নাগরিক মঞ্চের পক্ষে নব দত্ত। পরিবেশ দপ্তরের সমালোচনা করে তিনি বলেন, প্রত্যেকটি কারখানা বেআইনিভাবে চলছে। দূষণে আক্রান্ত এলাকা থেকে আগত দু'জন অধিবাসী মানস সরকার ও দেবেন মাহাত বলেন, ছাগল, গরু, মানুষের বাচ্চা নানা রোগ নিয়ে জন্মাচ্ছে। এলাকার ধান, সব্জি কালো হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শালপাতা কালো হয়ে নষ্ট হচ্ছে - যা এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। দূষণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের সকল স্তরে জানানো সত্ত্বেও কোনো রকম ব্যবস্থা তো নেওয়াই হয়নি বরং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির দুজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অধ্যাপক রবীন মজুমদার বলেন, কেরালায় কোক-পেপসির কারখানাজনিত দূষণ বিষয়ে সমীক্ষা করবার জন্য কেরালা সরকার যে কমিটি তৈরি করেছেন সেই কমিটির রেপোর্টে কোম্পানীকে ২১৬.১৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে। সেই হিসেব মাথায় রেখে তিনি দৈনিক ১০০ টন উৎপাদনক্ষম একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার ক্ষতির দিক হিসাব করতে গিয়ে বলেন, এরকম একটি কারখানা দৈনিক ১,৪০,০০০ লিটার জল উত্তোলন করে এবং বছরে লাভ করে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। তিনি আরও বলেন, কেবলমাত্র জলদূষণ এবং ধানের ক্ষয়ক্ষতি (ন্যূনতম) ধরলে এরকম একটি কারখানার বছরে ৯ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার। তাঁর মতে, শ্রমিক শোষণের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্যের কথা বলা হলেও প্রকৃতিকে শোষণের কথা ও তার মূল্যের বিষয়টি হিসেবের মধ্যে ধরা হয়না। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিষয়টি নিয়ে জনমানসে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে একটি লিফলেট তৈরি করে প্রচার করা হবে। আগামী ২ অথবা ৩ জুন তারিখে একটি সংবাদিক সম্মেলনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উচ্ছেদ ও গণতান্ত্রিক পরিসর নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২২ মে নাগরিক মঞ্চ ও নেসপনের উদ্যোগে Development and Democratic Space বিষয়ে একটি জাতীয়স্তরের আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কলকাতার সেবা কেন্দ্রে আয়োজিত এই সভায় ওড়িষা, বিহার, ঝাড়খন্ড, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন। উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে যে সকল আন্দোলন গড়ে উঠছে তা দমনে রাষ্ট্রের হিংসা ও প্রতিরোধে হিংসার আশ্রয়ের পরিবর্তে অন্য স্বরের প্রতিবাদী অবস্থান চাপা পড়ে যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক পরিসর খুঁজতেই সকলে চেষ্টা করছেন বলে উপস্থিত প্রতিনিধিরা জানান।

শিক্ষা অধিকার আইন ও তার প্রেক্ষাপট বিষয়ে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৭ মে Development Action Society-র উদ্যোগে তাঁদের কার্যালয়ে শিক্ষা অধিকার আইন ও তার প্রেক্ষাপট বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিক্ষা অধিকার আইনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ইতিবাচক দিকগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করা হয়। আলোচনার শেষে সংগঠনের কর্তৃপক্ষ ওয়েবেনের সাথে যৌথভাবে কাজ করার জন্য মত প্রকাশ করেন।

উত্তর ২৪ পরগনায় শিক্ষার অধিকার প্রয়োগ যাত্রা

গত ২৬ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনায় ওয়েবেনের জেলা নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ব্লকে শিক্ষার অধিকার আইন ও যাতে তার যথাযথ প্রয়োগ হয় এ বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে ট্যাবলো সাজিয়ে প্রচার চালানো হয়। ট্যাবলোটি জেলার ছ'টি ব্লক - বসিরহাট-১, বসিরহাট-২, হাসনাবাদ, হাবড়া-১, স্বরূপনগর ও বাদুরিয়া - পরিক্রমা করে। বসিরহাট টাউন হলে একটি আলোচনসভারও আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় একশ ব্যক্তি ওই সভায় যোগ দেন। (অন্যান্য জেলার রিপোর্ট এলে পরে প্রকাশ করা হবে)

শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ : প্রয়োগ ও মূল্যায়ন

ওয়েবেন-এর উদ্যোগে গত ৫ মে কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার বিবরণী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১ এপ্রিল থেকে জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত সারা দেশে 'শিশুর বিনা ব্যয়ে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯' কার্যকর হয়েছে। এই আইনটিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সামাজিক সংগঠনগুলির ভূমিকা কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে সকলের মাতামত গ্রহণ ও কর্মসূচী নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক গত ৫ মে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে। আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর কনফারেন্স হলে।

সভার শুরুতে নেটওয়ার্কের অন্যতম আহ্বায়ক রুহুল আমিল উপস্থিত সকলকে পরিচয় প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। পরিচয় পর্বের পর তিনি ওয়েবেন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং সভায় অংশগ্রহণকারীদের তাঁদের মতামত জানাতে অনুরোধ করেন।

মারফৎ-এর সম্পাদক অরূপ দাস বলেন, এর আগে ওয়েবেনের উদ্যোগে যে কন্সালটেশন হয়েছিল সেখানে রাজ্যের শিক্ষাসচিব যা বলেছিলেন তার কতদূর অগ্রগতি হয়েছে এবং আইন ছাড়াও বর্তমানে স্কুলগুলির যা অবস্থা সে বিষয়ে কি করা যায় সেটাও ভাবা দরকার।

ওয়েবেনের প্রাক্তন আহ্বায়ক ও বর্তমান সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য স্বপন পন্ডা বলেন, ৬২ বছর পর (শিক্ষার অধিকার) আইন হিসেবে পেয়েছি, আইন অনেক সময়তেই আইনের পাতায় লেখা থাকে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা থেকে যায়। বৃহত্তর জনসংখ্যার কাছে আইনের ইতিবাচক দিকগুলি কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় তার কৌশল (strat-egy) ঠিক করা দরকার এবং আইনের আপত্তির দিকগুলি ও ত্রুটিগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা দরকার।

State Education Chapter--এর আসরাফ আলি বলেন, আইনে 'ফ্রি' বলা হয়েছে, কিন্তু কোন কোন বিষয় ফ্রি তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

CACL-এর পক্ষ থেকে মহ: ইউসুফ বলেন, তাঁদের সংগঠনের তরফে আইন সংশোধনের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

সভার সভাপতি মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য স্বপন পন্ডার দেওয়া প্রস্তাবকে সমর্থন করে জানান, কপিল সিবাল সারা দেশ জুড়ে একইরকম শিক্ষা চালু করার চেষ্টা করছেন। তিনি একা একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। কারও সাথে আলোচনা করছেন না। এরকম কখনও গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট হতে পারে না। এই বিষয়ে সব স্তরেই আলোচনা হওয়া দরকার।

AIFEA-এর সূর্যাংশু ভট্টাচার্য্য বলেন, শিক্ষা ছাড়া বিকাশ ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ১৯৯৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এতগুলো বছর কেটে গেলো, এত দীর্ঘ সময় নেওয়া দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। এই আইনটিতে নানা ধরনের অসঙ্গতি রয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

ক্রাই-এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সত্যগোপাল দে এই আইনটি সম্পর্কে বিভিন্ন সাংসদদের (কীর্তি আজাদ, গিরিজা ব্যস এবং জয়া প্রদা) বক্তব্য তুলে ধরেন এবং প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই কিভাবে কাজ করা যায় সে ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন।

ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে আইনটি কার্যকর করার ব্যাপারে কি ভূমিকা নিতে পারি তা আলোচনা করা দরকার বলে মনে করেন স্বপন পন্ডা। তাঁর মতে, আইনটির ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে (যথা জন্ম সার্টিফিকেট লাগবে না, ক্যাপিটেশন ফি লাগবে না) সজহভাবে কোনো প্রচারপত্র রচনা করা, আইনটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি বিষয়ে মিলিতভাবে কাজ করার জন্য তিনি উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনের কাছে আহ্বান জানান।

ACT-এর প্রতিনিধি পিনাকী ভট্টাচার্য্য বলেন, মাঝেমধ্যে সরকারের লোকেদের সাথে বসে তাঁদের সাথে আলোচনা করা দরকার। প্রয়োজনে প্রশ্ন করা এবং উপযুক্ত প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

SRUTI Disability Rights Centre-এর শম্পা সেনগুপ্ত জানান, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিষয়টি মাথায় রেখে তাদেরকে কিভাবে যুক্ত করা যায় সে বিষয়টি আলোচনা হওয়া দরকার। তিনি জানান অনেক রাজ্যে নিয়মাবলী তৈরি হয়ে গেছে, আমাদের রাজ্যে এখনও তৈরি হয়নি।

BTEA-এর সাধারণ সম্পাদক সুবোধ দত্ত বলেন, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁদের সংগঠন বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যৌথভাবে সংসদে ডেপুটেশন দিয়েছে। তিনি বলেন আইনের ভালটা গ্রহণ করে মন্দটা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। রাজ্যে Rules তৈরির আগে সকলে মিলে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। একটা ফোরাম তৈরি করার প্রস্তাবও তিনি দেন।

মন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মোহিত রনদীপ বলেন, তাঁরা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন, এই আইনে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। তিনি গুণমানের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কি হবে, সে বিষয়েও প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হচ্ছে, সহানুভূতিশীলতার পাঠক্রম কোথায়?

ওয়েবেন-এর অন্যতম রাজ্য আহ্বায়ক দিপালী নন্দী বলেন, জেলা ও ব্লক স্তরেও শিক্ষা আইন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি জনগণনার জন্য শিক্ষকদের কাজে লাগানো হয়েছে, শিক্ষকরা বড়জোর আধঘন্টা থেকে এক ঘন্টা স্কুলে থাকে। আইনে যাই বলুক, আমরা চাক্ষুস যা দেখতে পাচ্ছি সে বিষয়ে যদি প্রতিবাদ করতে না পারি তা হলে কি হবে?

ওয়েবেনের রাজ্য আহ্বায়ক সুবীর দে বলেন, শিক্ষাকে স্বাস্থ্যের মত বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক করে বেসরকারিকরণের অবয়ব তৈরি করা হচ্ছে। যদি এন.জি.ও.রা ফান্ডিং এজেন্সির কথায় কাজ করে তা হলে আন্দোলন করা যাবে না। আন্দোলন শিক্ষার জন্য হবে, না সংগঠনের জন্য হবে তা আগে ঠিক করতে হবে।

অধ্যাপক রতন খাসনবিশ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, নয়া উদার অর্থনীতির নীতি নির্ধারক অর্থনীতিবিদ্‌রাও মত প্রকাশ করেছেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব মানবসম্পদ তৈরি করা। এই আইন প্রয়োগের সবচাইতে বড় বাধা আমাদের দেশের শিশুশ্রমিকদের ভয়াবহ চিত্র। এই শিশুশ্রমিকদের স্কুলে ফিরিয়ে আনতে সরকারকে অপারচুনিটি কস্ট (opportunity cost) দিতে হবে এবং এজন্য সরকারের এপর চাপ সৃষ্টির জন্য এন.জি.ও-দের কাজ করতে হবে। আই.পি.এল-এ সাবসিডি দেওয়া গেলে অপারচুনিটি কস্ট সরকার কেন দেবে না? তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দুটো ভারতবর্ষ তৈরি হবে। বেসরকারি স্কুলে ২৫ শতাংশ সংরক্ষণের বিষয়টি একটা স্কুলে ব্রাত্য সোসাইটি তৈরি করবে। মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। শিক্ষকদের ভূমিকারও পরিবর্তন হওয়া জরুরী বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আইনটিকে স্বাগত জানিয়েও বলেন, সার্বজনীন শিক্ষায় কোনো বৈষম্য থাকলে চলবে না।

হিউম্যান রাইটস্ ল নেটওয়ার্ক-এর পক্ষে দেবাশিষ মুখার্জী জানতে চান, আমরা মডেল রুল তৈরি করে রাজ্য সরকারকে কি দিতে পারি? তিনি বলেন, আইনগত বিষয়ে যে ধরনের সাহায্যের দরকার তা হিউম্যান রাইটস্ ল নেটওয়ার্ক-এর পক্ষ থেকে করা হবে এবং তিনি আইনটি প্রয়োগের জন্য যৌথভাবে কাজ করার প্রস্তাব দেন। তিনি আরও বলেন, আদিবাসী অঞ্চলে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসী মায়েদের যুক্ত করা দরকার। আদিবাসী অঞ্চলে অলচিকি ভাষায় যাতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় সে ব্যাপারেও আলোচনা করা দরকার।

প্রাজকের পক্ষ থেকে সৌমি ব্যানার্জী বলেন, তৃণমূলস্তরে যৌথভাবে একসঙ্গে কাজ করা যেতে পারে।

ওয়েবেন-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নেটওয়ার্কের পক্ষে তাপস জানা বলেন, আই.সি.ডি.এস-কে কিভাবে যুক্ত করা যেতে পারে এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা ভাবা প্রয়োজন।

ক্রাই-এর প্রতিনিধি সঞ্জীব কুন্ডু মনে করেন, সরকারি আধিকারিকদের সাথে আলোচনা, সহজ ভাষায় বাংলা ও হিন্দিতে অনুবাদ এবং নিজেদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। ক্রাই-এর অপর প্রতিনিধি জিতেন্দ্র রথ বলেন, আইনটি প্রয়োগ শুরু হলে ভাল উদাহরণগুলি নিয়ে সরকারের সাথে ওকালতি করা, দায়বদ্ধতার বিষয়টিও আলোচনা হওয়া উচিত এবং অনলাইন সিস্টেমে ইনফরমেশন ডেলিভারি যাতে করা যায় সে ব্যাপরে আলোচনা করা প্রয়োজন।

নাফরে জন আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম সংগঠন বিহারের বিহার লোক অধিকার মঞ্চ থেকে মনীশজি বলেন, আইনটি প্রয়োগের জন্য যে খরচ প্রয়োজন তা কিভাবে আসবে সে বিষয়ে আইনে কিছু বলা নেই, এই বিষয়টি পরিস্কার হওয়া দরকার। তিনি এবং বিহারের অপর প্রতিনিধি উমেশজি ওই রাজ্যের শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন।

নাফরে জন আন্দোলনের গৌরগোপাল সরদার বলেন, আইনটির মডেল রুল নিয়ে একটি কর্মশালা করা প্রয়োজন। যাঁরা এই আইনটি প্রয়োগের জন্য কাজ করবেন, তাঁদের এই রুলটি ভাল করে বোঝা প্রয়োজন।

বক্তাদের এইসব পরামর্শের পর ওয়েবেন-এর অন্যতম রাজ্য আহ্বায়ক সুবীর দে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ওয়েবেন আয়োজিত সভা
বিষয় : শিক্ষার অধিকার আইন
৫মে, ২০১০
অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, কলকাতা

জেলা ও ব্লকস্তরে

শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনাসভা ও ওয়েবেনের অন্যান্য কার্যক্রম

নিজস্ব সংবাদদাতা

উত্তর ২৪ পরগনা : গত **৭ মে** জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক বসিরহাট ১ নং ব্লকের পানিতর পল্লী উন্নয়ন সমিতির স্কুলে শিক্ষাধিকার আইন ২০০৯-এর উপর একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে। উক্ত আলোচনাসভায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ICDS কর্মী, অভিভাবক ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচনা করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রাবণী সরকার ও হাসানুজ্জামান, রাজ্য কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য দিলীপ পাল এবং তৌফিকুল হাসান। বক্তাগণ শিক্ষাধিকার আইন ২০০৯-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ও সবশেষে শিক্ষাধিকার আইন ২০০৯-এর নেতিবাচক দিকগুলি সংশোধন এবং আইনটি যথাযথভাবে সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করার জন্য পঞ্চায়েতস্তর থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত কিছু কর্মসূচী নেওয়ার জন্য আবেদন রাখেন।

মুর্শিদাবাদ : গত **৯ মে** জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক বহরমপুরের মারফতের অফিসে জেলা কার্যনির্বাহী সমিতির বর্ধিত সভার আয়োজন করে। উক্ত সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, ব্লক তথা জেলা সদস্যদের নবীকরণ, ব্লক ও জেলাস্তরের কর্মসূচীর তারিখ নির্ধারণ এবং ব্লক ও জেলাস্তরের পরিকল্পিত কর্মসূচী রুপায়ণ বিষয়ে পর্যালোচনা। জেলা আহ্বায়ক বেনহুর ইসলাম বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং সকলের সম্মতিক্রমে তাহা অনুমোদিত হয়। পরবর্তী আলোচনায় অন্যতম জেলা আহ্বায়ক বিদ্যুৎ কুমার সাহা ব্লক তথা জেলা সদস্যদের সদস্যপদ নবীকরণ বিষয়টি আলোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত জেলা কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যগণ বিষয়টির উপর সকলের বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য আবেদন করেন এবং প্রত্যেক ব্লক আহ্বায়কের উপর দায়িত্বটি ন্যস্ত হয়। ব্লক ও জেলাস্তরের পরিকল্পিত কর্মসূচী রুপায়ণ বিষয়ে পর্যালোচনায় উপস্থিত সকলেই বলেন যে ক্রমাগত যোগাযোগ না থাকায় পরিকল্পিত কর্মসূচীর খুবই সামান্য আমরা রূপায়ণ করতে পেরেছি। যেমন - শিশু অধিকার দিবস, শিক্ষা অধিকার দিবস পালন, বিদ্যালয় সমীক্ষা, শিশু সুরক্ষা সমীক্ষা প্রভৃতি। আশা করি আমরা বা আমাদের জেলা ক্রমাগত যোগাযোগ না থাকার সমস্যা কাটিয়ে উঠবে। তবে যেসব কাজগুলি আমাদের জেলা করেছে সেগুলিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

হুগলী : গত **১২ মে** জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মূলত: ২০০৯-১০-এর কাজের পর্যালোচনা এবং ২০১০-১১ বর্ষের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। আগামী বর্ষে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি, শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগ, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা, শিশুস্বাস্থ্য, প্রশাসনের সাথে ওকালতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সভায় ক্রাই-এর প্রতিনিধি কিংশুক ভট্টাচার্য্য ও প্রতীক ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর ২৪ পরগনা : গত **১৪ মে** জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের যোগেশগঞ্জে শিক্ষাধিকার আইন ২০০৯-এর উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত আলোচনাসভায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ICDS কর্মী, NGO প্রতিনিধি, অভিভাবক ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচনা করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক হাসানুজ্জামান, রাজ্য কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য দিলীপ পাল এবং তৌফিকুল হাসান। বক্তাগণ শিক্ষাধিকার আইন ২০০৯-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সবশেষে শিক্ষাধিকার আইন ২০০৯-এর নেতিবাচক দিকগুলি সংশোধন এবং আইনটি যথাযথভাবে সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করার জন্য পঞ্চায়েতস্তর থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত কিছু কর্মসূচী গ্রহণের জন্য আবেদন রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দু'জন প্রাক্তন হাইস্কুল শিক্ষক যথাক্রমে গোকুল চন্দ্র ভৌমিক ও সুভাষ চন্দ্র গায়েন এবং সুন্দরবন উন্নয়ন ভবনের প্রতিনিধি পলাশ মন্ডল। বক্তাগণ শিক্ষাধিকার আইন ২০০৯-এর যথাযথ বাস্তবায়নের উপরে জোর দিয়ে বলেন, তাঁরা এই ধরনের কাজের জন্য উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক তথা ওয়েবেনকে সাধ্যমত সর্বস্তরে সহযোগিতা করবেন।

হুগলী : শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ নিয়ে হুগলী জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক গত **২৮ মে** এক কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালায় আইনটির ইতিবাচক দিক ও নেতিবাচক দিকগুলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই আইন কার্যকর করতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করা হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের অন্যতম রাজ্য আহ্বায়ক সুবীর দে গ্রামস্তরে স্কুলগুলির সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা ও নেটওয়ার্কের সাথে শিক্ষকদের যুক্ত করার আহ্বান জানান। এই আলোচনায় স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার দাস বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর স্কুলে কিভাবে বাচ্চাদের ভর্তি করার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তা সংক্ষেপে জানান। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে করণিক ও সাফাই কর্মী না থাকায় শিক্ষকদের অন্যান্য কাজে যুক্ত থাকার সমস্যা এবং পড়ানোর কাজে সময় না পাওয়ার কথাও তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, মিড-ডে-মিলের কাজ কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা স্বনির্ভর গোষ্ঠিকে দিলে ভাল হয়। এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মাখলা মুক্তধারার কার্যালয়ে। সমগ্র কর্মশালাটি পরিচালনা করেন, হুগলী জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক অভ্যুদয় ভট্টাচার্য্য।

মুর্শিদাবাদ : গত **৩ জুন** ওয়েবেনের জেলা নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপনায় জেলার খড়গ্রাম ব্লকে একটি শিশু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিশু সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শিশুদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও স্কুল শিক্ষক। রাজ্য কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য প্রতাপ কুমার সোনার ও জেলা আহ্বায়ক মহঃ বেনহুর ইসলাম সম্মিলিতভাবে শিশু সম্মেলনটি পরিচালনা করেন। সোনার মহাশয় উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ শুরু করেন এবং সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি সমাজব্যবস্থা চাই যেখানে শিশুদের উপর কোনোরকম বঞ্চনা থাকবে না। তাদের সাংবিধানিক ও সামাজিক সব অধিকারগুলি ঠিক ঠিক ভাবে তারা পাবে। মহঃ বেনহুর ইসলাম তার আলোচনায় বলেন, আজকে যারা শিশু তারাই আর কিছুদিনের মধ্যে দেশের নাগরিক হয়ে উঠবে। আর ভালো নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে হলে এই শিশু অবস্থাতেই সুস্থভাবে মর্যাদার সাথে বাঁচতে হবে। তিনি শিশুদের কাছেই জানতে চান তারা সুস্থভাবে মর্যাদার সাথে বেড়ে উঠতে পারছে কিনা। শিশুরা প্রতি-উত্তরে বলে এখানে যেসব অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার প্রায় কোনো অধিকারই শিশুরা পায় না। তাদের জেলায় বা এলাকায় অনেক শিশু চায়ের দোকানে, হোটেলে, মিষ্টির দোকানে কাজ করে। দারিদ্রের কারণে তারা কাজ করতে বাধ্য হয়। আলোচক বলেন, শিশু হিসাবে আমরা কি করতে পারি সে দিকটা আমরা ভাবার চেষ্টা করি। আমরা শিশুদল গঠন করে অভিভাবকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের শিশুদের যাতে স্কুলে পাঠায় তার জন্য আবেদন রাখতে পারি। স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে স্কুলে শিশুদের উপর যেন কোনোরকম মানসিক ও শারিরীক অত্যাচার না করা হয়। এছাড়াও কিছু কিছু বিষয়ে যেমন শিশু অধিকারের দাবিতে র‍্যালি ইত্যাদি করা যেতে পারে। সবশেষে প্রস্তাব রাখা হয় শিশুদল মাঝেমাঝে নিজেদের মধ্যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য মিলিত হবে এবং ঐ আলোচনাসভায় শিশুদের বিষয়গুলি আরো ভালোভাবে বুঝবার জন্য একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সিদ্ধান্ত হয় যে এই

শিশুদল প্রত্যেক চার মাসে একবার করে মিলিত হবে। আলোচনা শেষে সকলকে আন্তরিক সুভেচ্ছা জানিয়ে উজ্জল কুমার শিশু সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মুর্শিদাবাদ : গত **৩ জুন** ওয়েবেনের জেলা নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপনায় জেলার খড়গ্রাম ব্লকের সদস্যদের নিয়ে পারস্পেকটিভ বিল্ডিং প্রোগ্রাম (perspective building programme) আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামের বিষয় ছিল শিক্ষাধিকার আইন। এই প্রোগ্রামে ১৪ জন ব্লক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য প্রতাপ কুমার সোনার ও জেলা আহ্বায়ক মহঃ বেনহুর ইসলাম সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। সোনার মহাশয় উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সভাটির সূচনা করেন এবং ওয়েবেনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি সামজব্যবস্থা চাই যেখানে শিশুদের উপর কোনোরকম বঞ্চনা হবে না। তারা তাদের সাংবিধানিক ও সামাজিক সব অধিকারগুলি ঠিক ঠিক ভাবে পাবে। মহঃ বেনহুর ইসলাম ওয়েবেনের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন বর্তমানে শিশু শিক্ষা ও শিশু অধিকার নিয়েই মূলত: ওয়েবেন কাজ করে। সব শেষে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি আলোচনা করা হয় এবং আইনটির বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। আলোচনার পরে খড়গ্রাম ব্লকের সদস্যগণ বলেন, শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর ত্রুটির দিকগুলি নিয়ে ও আইন বিষয়ে অবহিত করার জন্য আমরা স্কুল পরিদর্শক ও স্থানীয় স্কুলের প্রধানশিক্ষক এবং সহ শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করব। তাদেরকে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর বাস্তবতা বোঝাবার চেষ্টা করব।

মুর্শিদাবাদ : গত **৪ জুন** ওয়েবেনের জেলা নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপনায় জেলার সাগরদিঘী ব্লকের ব্লক সদস্যদের নিয়ে পারস্পেকটিভ বিল্ডিং প্রোগ্রাম (perspective building programme) আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামের বিষয় ছিল শিক্ষাধিকার আইন। এই প্রোগ্রামে ১৪ জন ব্লক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য প্রতাপ কুমার সোনার ও জেলা আহ্বায়ক মহঃ বেনহুর ইসলাম সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মহঃ ইমরুল সাহেব, স্থানীয় শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধানশিক্ষক। সোনার মহাশয় উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সভাটির সূচনা করেন এবং ওয়েবেনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি সামজব্যবস্থা চাই যেখানে শিশুদের উপর কোনোরকম বঞ্চনা হবে না। তারা তাদের সাংবিধানিক ও সামাজিক সব অধিকারগুলি ঠিক ঠিক ভাবে পাবে। মহঃ বেনহুর ইসলাম ওয়েবেনের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে শিশু শিক্ষা ও শিশু অধিকার নিয়েই মূলত: ওয়েবেন কাজ করে। সবশেষে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি আলোচনা করা হয় এবং আইনটির বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। আলোচনার পরে সাগরদিঘী ব্লকের সদস্যগণ বলেন, শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর ত্রুটির দিকগুলি নিয়ে ও আইন বিষয়ে অবহিত করার জন্য আমরা স্কুল পরিদর্শন ও স্থানীয় প্রধানশিক্ষক এবং সহ শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করব। তাদেরকে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর বাস্তবতা বোঝাবার চেষ্টা করব।

মুর্শিদাবাদ : গত **৫ জুন** ওয়েবেনের জেলা নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপনায় জেলার রাণীনগর-২ ব্লকে শিশু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিশু সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শিশুদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও স্কুলশিক্ষক। রাজ্য কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য প্রতাপ কুমার সোনার ও জেলা আহ্বায়ক মহঃ বেনহুর ইসলাম সম্মিলিতভাবে শিশু সম্মেলনটি পরিচালনা করেন। সোনার মহাশয় উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ শুরু করেন এবং সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি সামজব্যবস্থা চাই যেখানে শিশুদের উপর কোনোরকম বঞ্চনা হবে না। তাদের সাংবিধানিক ও সামাজিক সব অধিকারগুলি ঠিক ঠিক ভাবে পাবে। মহঃ বেনহুর ইসলাম তার আলোচনায় বালেন, আজকে যারা শিশু তারাই আর কিছুদিনের মধ্যে দেশের নাগরিক হয়ে উঠবে। আর ভালো নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে হলে এই শিশু অবস্থাতেই সুস্থভাবে মর্যাদার সাথে বাঁচতে হবে। তিনি শিশুদের কাছেই জানতে চান তারা সুস্থভাবে মর্যাদার সাথে বেড়ে উঠতে পারছে কিনা। শিশুরা প্রতি-উত্তরে বলে এখানে যেসব অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার প্রায় কোনো অধিকারই শিশুরা পায় না। তাদের জেলায় বা এলাকায় অনেক শিশু চায়ের দোকানে, হোটেলে, মিষ্টির দোকানে কাজ করে। দারিদ্রের কারণে তারা কাজ করতে বাধ্য হয়। আলোচক বলেন, শিশু হিসাবে আমরা কি করতে পারি সে দিকটা আমরা ভাবার চেষ্টা করি। আমরা শিশুদল গঠন করে অভিভাবকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের শিশুরা যাতে স্কুলে পাঠায় তার জন্য আবেদন রাখতে পারি। স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে স্কুলে শিশুদের উপর যেন কোনোরকম মানসিক ও শারিরীক অত্যাচার না করা হয়। এছাড়াও কিছু কিছু বিষয়ে যেমন শিশু অধিকারের দাবিতে র‍্যালি ইত্যাদি করা যেতে পারে। সবশেষে প্রস্তাব রাখা হয় শিশুদল মাঝেমাঝে নিজেদের মধ্যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য মিলিত হবে এবং ঐ আলোচনাসভায় শিশুদের বিষয়গুলি আরো ভালোভাবে বুঝবার জন্য একজন অভিজ্ঞ ব্যাক্তিকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সিদ্ধান্ত হয় যে এই শিশুদল প্রত্যেক চার মাসে একবার করে মিলিত হবে।

মুর্শিদাবাদ : গত **৫ জুন** ওয়েবেনের জেলা নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপনায় জেলার রাণীনগর-২ ব্লকের ব্লক সদস্যদের নিয়ে পারস্পেকটিভ বিল্ডিং প্রোগ্রাম (perspective building programme) আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামের বিষয় ছিল শিক্ষাধিকার আইন। এই প্রোগ্রামে ২১ জন ব্লক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য প্রতাপ কুমার সোনার ও জেলা আহ্বায়ক মহঃ ইসলাম সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানটির সভাপতি ছিলেন মহঃ জমির উদ্দিন সাহেব, শিক্ষানুরাগী ও সামাজসেবক। সোনর মহাশয় উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সভাটির সূচনা করেন এবং ওয়েবেনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি সমাজব্যবস্থা চাই যেখানে শিশুদের উপর কোনোরকম বঞ্চনা হবে না। তারা তাদের সাংবিধানিক ও সামাজিক সব অধিকারগুলি ঠিক ঠিক ভাবে পাবে। মহঃ বেনহুর ইসলাম ওয়েবেনের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে শিশু শিক্ষা ও শিশু অধিকার নিয়েই মুলত: ওয়েবেন কাজ করে। এই কাজ করতে গিয়ে আরো কিছু বিষয় যেমন শিশুশ্রমিক, শিশুপাচার, প্রাকৃতিক এবং রাজনৈতিক কারণে উচ্ছেদ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদিও ওয়েবেনের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবশেষে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি আলোচনা করা হয় এবং আইনটির বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। আলোচনার পরে রাণীনগর-২ ব্লকের সদস্যগণ বলেন, শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর ত্রুটির দিকগুলি নিয়ে ও আইন বিষয়ে অবহিত করার জন্য আমরা স্কুল পরিদর্শক ও স্থানীয় স্কুলের প্রধানশিক্ষক এবং সহ শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করব। তাদেরকে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর বাস্তবতা বোঝাবার চেষ্টা করব।

মুর্শিদাবাদ : গত **৬ জুন** ওয়েবেনের জেলা নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপনায় জেলার ভরতপুর-২ ব্লকের ব্লক সদস্যদের নিয়ে পারস্পেকটিভ বিল্ডিং প্রোগ্রাম (perspective building programme) আয়োজন করা হয়। প্রোগ্রামের বিষয় ছিল শিক্ষাধিকার আইন। এই প্রোগ্রামে ২৩ জন ব্লক সদস্য ছিলেন। রাজ্য কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য প্রতাপ কুমার সোনার ও জেলা আহ্বায়ক মহঃ বেনহুর ইসলাম সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানটির সভাপতি ছিলেন মহঃ আনারুল সাহেব, সংশ্লিষ্ট ব্লক কনভেনর। মহঃ বেনহুর ইসলাম উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সভাটির সূচনা করেন এবং ওয়েবেনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি সমাজব্যবস্থা চাই যেখানে শিশুদের উপর কোনো রকম বঞ্চনা হবে না। তারা তাদের সাংবিধানিক ও সামাজিক সব অধিকারগুলি ঠিক ঠিক ভাবে পাবে। রাজ্য কার্যনির্বাহী সমিতর সদস্য প্রতাপ

কুমার সোনার ওয়েবেনের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে শিশু শিক্ষা ও শিশু অধিকার নিয়েই মুলত: ওয়েবেন কাজ করে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের আজকের এই সম্মেলন। সবশেষে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি আলোচনা করা হয় এবং আইনটির বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। আলোচনার পরে ভরতপুর-২ ব্লকের সদস্যগণ বলেন, শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর ত্রুটির দিকগুলি নিয়ে ও আইন বিষয়ে অবহিত করার জন্য আমরা স্কুল পরিদর্শক ও স্থানীয় স্কুলের প্রধানশিক্ষক এবং সহ শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করব। তাদেরকে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর বাস্তবতা বোঝাবার চেষ্টা করব।

পূর্ব মেদিনীপুর : এই জেলাতেও শিক্ষার অধিকার আইন নিয়ে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাটি অনুষ্ঠিত হয় গত **১৩ জুন** কাঁথী শহরে। শিক্ষক, বেসরকরি সংগঠন ও একাধিক নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা সভায় অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার অধিকার আইন ও তার প্রেক্ষাপট নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। বক্তব্য রাখেন ওয়েবেনের অন্যতম রাজ্য আহ্বায়ক দিপালী নন্দী, রামনগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্যা শ্রাবনী জানা প্রমুখ। স্বপন পন্ডা ইতিবাচক দিকগুলি যথাযথ প্রয়োগের উদ্যোগ নিতে এবং নেতিবাচক দিকগুলি সংশোধনের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে অংশগ্রহণকারীদের কাছে আবেদন জানান। সভাপতিত্ব করেন পার্থসারথী দাস।

বাঁকুড়া : গত **১৭ জুন** বাঁকুড়া জেলার কার্যনির্বাহী সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় রাজ্য প্রতিনিধি হিসাবে দীলিপ পাল ও তৌফিকুল হাসান অংশগ্রহণ করেন। সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল জেলা কার্যনির্বাহী সমিতি সম্প্রসারণ ও সুসংহত করা। আলোচনার সূচনা করে জেলা আহ্বায়ক সুভাষ চন্দ্র মাঝি বলেন, জেলার কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন করা হয়েছিল কিন্তু সেই কমিটি বর্তমানে সক্রিয় নয়। তাই তিনি এই সমিতি নতুনভাবে গঠন করতে চাইছেন। তিনি আরো বলেন, শিক্ষা অধিকার আইন'০৯ নিয়ে একটু আলোচনা করা হোক। রাজ্য কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য দীলিপ পাল কিভাবে জেলার কার্যনির্বাহী সমিতি জোরদার করা যায় সে বিষয়ে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং একটি তারিখ ঠিক করে একজন উৎসাহী ব্যক্তিকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আবেদন রাখেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সভায় উপস্থিত বিপ্লব কেতন রায় নিজ ইচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেন, তিনি কিছু স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেত্রীদের ও কিছু ক্লাবের কর্মকর্তাদের নিয়ে আগামী ১৮ই জুলাই একটি সভার আয়োজন করবেন। এই সঙ্গে জেলার কার্যনির্বাহী সমিতির পুরানো সদস্যদেরও আমন্ত্রণ জানাবেন। এই সভাতেই নতুন করে জেলার কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। পরিশেষে শিক্ষা অধিকার আইন '০৯ নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় আইনের সুবিধার ও সমস্যার দিকগুলি নিয়ে কি কি করা যায় সেই বিষয়েও আলোচনা হয়।

বাঁকুড়া : গত **১৭ জুন** জেলার সালতোড়া ব্লকের চাঁদড়ায় কয়েকজন অগ্রহী ব্যক্তি একটি সভার আয়োজন করেন। আলোচনার শুরুতে এই ব্যক্তিরা বলেন যে তাঁরা ওয়েবেন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। একটা হালকা ধারণা আছে মাত্র। ওয়েবেন সম্পর্কে জানার ও তার কাজকর্মের সাথে যুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে সভাটির ব্যবস্থা করেছেন। সভায় উপস্থিত রাজ্য প্রতিনিধি দীলিপ পাল ওয়েবেনের ইতিহাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি তার আলোচনায় উল্লেখ করেন যে ওয়েবেন কোনো ফান্ড সাপোর্ট দেয় না, কিন্তু কর্মসূচী রুপায়ণের জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে থাকে। যাঁরা ওয়েবেনের সঙ্গে আন্দোলনমুখী কাজ করতে আগ্রহী সদস্যপদ নিয়ে জেলার কাজে যুক্ত হয়ে যাবার জন্য তিনি আবেদন জানান। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে নেতাজী সংঘ নামে একটি ক্লাব সহ অনেকে সেখানেই সদস্য হয়ে যান।

পুরুলিয়া : জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর পক্ষ থেকে গত **১৮ জুন** বাঘমুন্ডি ব্লকে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনে প্রতিনিধি, বিদ্যালয় অবর পরিদর্শক, শিক্ষক ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রথম পর্বে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে নাফরে জন আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য এবং ওয়েস্টবেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য গৌরগোপাল সরদার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় পর্বে সকল শিশুর স্কুলে ভর্তি সুনিশ্চিতকরণ ও গুণমানের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাসভায় ৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিধান মাহাতো।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা : গত **২৩ জুন** জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের গদামথুরা আদর্শ বিনয় বিদ্যাপিঠে গোবিন্দ প্রসাদ পন্ডার সভাপতিত্বে শিক্ষাধিকার আইন নিয়ে একটি জেলাস্তরের আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনেক শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার শুরুতে রাজ্য ওয়েবেনের পক্ষ থেকে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরা হয় এবং আইনটির বাস্তবায়নের জন্য উপস্থিত সকলকে নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। গদামথুরা আদর্শ বিনয় বিদ্যাপিঠের প্রধানশিক্ষক মহাশয় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সত্যিই সমমানের শিক্ষা আজও ছাত্রছাত্রীদের কাছে অধরা রয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন এই আইনে যেখানে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩০:১ বা ৪০:১ করার কথা বলছে, সেখানে আমরা দেখছি বাস্তবে গড়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৮০:১ এর নিচে নেই। ফলে সমমানের শিক্ষা কিভাবে আশা করা যাবে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন নূর মহম্মদ পাইক, সচীন্দ্রনাথ হালদার, কওসার আলি ভাঙ্গী প্রমুখ। বক্তাগণ সকলেই বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতির আঙ্গিকে শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ নিয়ে আলোচনা করেন । তারা সবাই অনেক শূণ্যস্থানের কথা তুলে ধরেন, সেগুলি হল প্রত্যেক শ্রেণির জন্য আলাদা শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, মিড-ডে-মিল ইত্যাদি। সভাপতি মহাশয় ওয়েবেনের পরিবেশিত তথ্য থেকে ওয়েবেন এতদিন ধরে শিক্ষা অধিকার বিল ও শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে যে সব প্রোগ্রাম ও কর্মসূচী চালিয়েছে সেগুলি পাঠ করেন এবং বলেন আমাদের সবাইকে জেলাস্তরে আইনটির বাস্তবায়নের জন্য এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে। রাজ্য কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য ও প্রাক্তন আহ্বায়ক স্বপন পন্ডা তাঁর বক্তব্যে ভারতের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করে বলেন, এখন NGO-দের কাজের ধারা পাল্টানোর সময় এসেছে। তিনি বলেন service provide করার জায়গা থেকে সরে গিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বর্তমানে শিশুশ্রমিক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন আছে, আবার এ রাজ্যে প্রায় ১০ লক্ষ শিশুশ্রমিকও আছে। তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আইনটির যথাযথ প্রয়োগ নেই, তাই শিশুশ্রমিক আছে। পরিবেশদূষণ দিনের পর দিন অত্যাধিক মাত্রায় বাড়ছে। যৌনকর্মীর সংখ্যা আমাদের রাজ্যে সবথেকে বেশি। এইসব বিষয়গুলি নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। তাঁর মতে, প্রাথমিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের শিক্ষা হত পিতামাতা, পরিবার ও সমাজের থেকে এবং এই শিক্ষা বংশ পরম্পরায় চলে আসত। কিন্তু এখন সেই শিক্ষাও আর হয় না আর বংশ পরম্পরায় বিস্তার লাভও করছে না। সুতরাং এই শিক্ষা অধিকার আইনটির সঠিক বাস্তব রুপায়ণের জন্য জোটবদ্ধভাবে দাবি তুলতে পারলে তবেই আইনটির বাস্তবে রুপায়ণের পথ খুলে যাবে বলে তিনি মনে করেন। শিক্ষা অধিকার আইনের মত অনেক আইন আমাদের সংবিধানে সংযোযিত হয়েছে। তার কোনোটাই প্রকৃত অর্থে মানুষের উপকারে আসছে না। আলোচনান্তে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে একটি করে সাধারণ সভা করার সিদ্ধান্ত হয়।

ওয়েবেনের বার্ষিক কর্মসূচির পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৭ থেযক ২০ মে কলকাতার সেবা কেন্দ্রে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের বার্ষিক পর্যালোচনা ও আগামী ২০১০-১১ অর্থিক বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনায় রাজ্য কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য, জেলার যৌথ আহ্বায়ক এবং রাজ্য আহ্বায়ক ও ত্রাই-এর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ২০১০-১১ সালে শিক্ষা অধিকার আইন কার্যকর করার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া শিশু সুরক্ষা ও স্থানীয় সমস্যা (নদী ভাঙ্গন, জল সংকট, এন.আর.ই.জি.ও. পরমাণু চুল্লি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়) নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

India joins list of 135 countries in making education a right

With the Right to Education Act coming into force, India has joined the league of over 130 countries which have legal guarantees to provide free and compulsory education to children.

According to the UNESCO's 'Education for All Global Monitoring Report 2010', about 135 countries have constitutional provisions for free and non-discriminatory education for all.

However, the report says that despite the legal guarantee of free education, primary school fees continue to be charged in some countries.

It also cited a 2005 World Bank survey, which stated only 13 countries impart primary education totally free of cost. In majority of countries, some direct costs have been reported though no tuition fees are charged.

"In reality, free primary schooling still remains the exception rather than the rule," says the report.

Chile tops the list of countries in providing free education for a period of 15 years to a child. It gives free and compulsory education to children in the age group of six to 21 years.

The Latin American country, where elementary education was among the worst two decades ago, had implemented a special education programme in 1990 which recorded a significant improvement among primary and upper primary students.

There are seven countries such as Germany, Belgium, Italy and Norway that have provisions of free compulsory education to children covering their entire schooling period.

Countries like Britain and New Zealand have made education compulsory and free for children for a period of 11 years.

Spain, France, Norway and Canada are among the 19 nations where education is free of cost for a duration of 10 years, ranging from the age of five to 15 or six to 16 years.

There are 34 countries, including Japan, Finland, Russia and Sweden where a child gets nine years of compulsory education, according to the report.

In India, the Right to Education law, providing free and compulsory schooling to children in the 6—14 year age bracket, came into force yesterday.

With the new education act now operational, India has joined some 20 other countries including Afghanistan, China and Switzerland which have laws guaranteeing free and compulsory education for eight years of elementary education.

India's neighbours such as Sri Lanka and Pakistan do not have any law providing free education, where as Bangladesh and Myanmar have such provisions for a four-year-period while Nepal has five years of compulsory schooling.

According to the report, there are seven countries, including Romania and Brazil whose laws define seven years of compulsory education for a child, while five countries, including the Philippines and Georgia give children legal right to education for a period of six years.

Saudi Arabia, UAE, Iraq and eight other countries have the provision of five years of free education for children.

However, there are over 50 countries, including the US, South Africa, Malaysia and a majority of Sub-Saharan African countries which do not have any constitutional provision to provide free and compulsory education to children.

The UNESCO report, however, does not have data about certain countries on whether they have any constitutional provision of providing free education.

The report also states that some countries have achieved extraordinary progress in their education system and the number of children dropping out from schools has declined by 33 million worldwide since 19. **PTI , April2'2001**

CRY urges right to education for children

DEHRADUN, 19 Nov: A campaign has been taken up by CRY in support of its demand for amendment to the Right to Education Act 2009.

Begun on Children's Day all over the state, it concluded here in the capital, today. Members of social organisations, social workers, educationists, social activists, mediapersons and children formed a human chain from Gandhi Park to Hindi Bhawan. Children also staged a street play showing the pathetic condition of education in the country. The chain was converted into a convention at Hindi Bhawan. CRY also forwarded a memorandum addressed to the Governor endorsed with 4,000 signatures. It may be recalled that CRY is organising such a campaign in 18 states in support of the right to education for children. Addressing the convention, Uttarkahand and J&K in charge of CRY, Mohammed Salam Khan, said that the right to education for children was a fundamental right and CRY was conducting the nationwide campaign. He pointed out that there were a lot of loopholes in the Right to Education Act 2009, which interfered with the actual rights of children and encouraged inequality amongst them. He disclosed that people were urged to sign on the memorandum and this would be submitted to the President. He said that the three-point demand included bringing the children in the age group of 6 to 14 years in the main provision of the Act, 10 per cent of the gross domestic product be spent on education, and provision of a school with good teachers and comprehensive facilities in the radius of 1 kilometre, everywhere. Panelists Virendra Mohan Painuli, Dr Atul Sharma, Kamla Pant, Dr Mohan Bisht, SK Kulshretstha, VN Bhatkoti, RD Sharma and Director, Education, Pushpa Manas answered the queries of the audience. Friday, 20.11.2009, 12:49pm (GMT+5.5)

CRY News
from old pages

Private schools to face penalty for violating RTE: Sibal on April 1st, 2010

All private and minority schools have to reserve 25 percent seats in elementary education for underprivileged children, and any breach of the Right to Education act will fetch punishment, Human Resource Development Minister Kapil Sibal said Thursday.

Sibal told Times Now television that it was obligatory to set aside a quarter of all seats for poor children from classes 1 to 8 but added that the reservation would start in Class one only from 2011.

It would take eight years by the time the reservation extends to Class 8, he pointed out.

Asked if there will be penalty for not complying with the legislation, the minister said: "It is now law, it can be statutorily enforced."

He said both aided and non-aided schools across the country have to follow the legislation.

Sibal warned that schools will not be allowed to segregate students from the disadvantage community in any form. "That is not acceptable to us," he said.

The minister clarified that minority schools were not exempt from the act.

"We believe every minority institution would itself like to (go for the reservation). There are disadvantaged sections in minority communities too. The minorities will be part of the national endeavour."

The government, he said, was "committed to root out the capitation fee" from the education system. "I will not spare anybody who indulges in this educational malpractice."

The minister said the legislation would succeed only if all the stakeholders join hands. "(Educating the child) is a community effort. We are not doing this ourselves. We are doing this for the unborn child".

The Right to Education act came into force Thursday as a fundamental right.

'Amend Right to Education Act, child labour law' on May 2nd, 2010

A 45-day campaign against child labour by an international rights agency, which started off Friday, demands that the Right to Education Act as well as the child labour law should be amended so that the lives of working children can be impacted positively.

An official of Save the Children, the organisation that started the campaign, said: "The Right to Education Act must make special provisions to bring into regular school all children who are now engaged in child labour."

"Also, the Child Labour Prohibition and Regulation Act, 1986, must be amended to prohibit all forms of child labour in all sectors, including agriculture where 75 percent child labourers under 14 years were engaged," the official added.

According to the civil society organisations, approximately 40 million kids are engaged in child labour in the country, although official estimates are much less.

"There are close to 13 million children in India under 14 years of age who are at present engaged in child labour, according to the 2001 census. This is an anomaly in a country where education is a constitutionally guaranteed right," the official said.

"With all of this in mind, we have launched a 45-day campaign against child labour. The campaign will end June 12 which is observed as Child Labour Day by the International Labour Organisation (ILO)," the official added.

Right to education historic, will work to make it reality: PM on June 2nd, 2010

Describing the Right to Education Act a "historic step", Prime Minister Manmohan Singh Tuesday said his government will work in tandem with the states to make it a reality.

"The Right to Education Act is a historic step that will give every Indian child the means to become productive, responsible and active citizen of the country. We will work in cooperation and partnership with state governments and other stakeholders to make the fundamental right to education a reality," the prime minister said after releasing the UPA-II's report card to mark one year in office.

The Right of Children to Free and Compulsory education (RTE) Act, which came into force from April 1 this year, provides for free education to all children till Class 8. The act has been highlighted as the most prominent achievement of the human resource development (HRD) ministry.

"Nothing can be more precious to us than the future of our children. It is they who will fulfil our dreams, hopes and aspirations for a better tomorrow," the prime minister said.

Stating that a number of steps have been taken in the field of higher education, Manmohan Singh said that reforms will soon be introduced in medical education as well.

"We have already taken several initiatives in the field of higher education. In the coming year, we will work on reforming the system of medical studies," he said.

A tussle is on between the HRD and health ministries for keeping Medical education under their ambit. While the HRD ministry wants to include medical education under the proposed National Commission for Higher Education and Research, health ministry proposes the formation of a separate National Council for Human Resource in Health.

In the field of higher education, the report card mentions the establishment of 16 central universities and six new Indian Institutes of Technology (IITs) across the country.

Establishing over 19,000 primary and upper primary schools, mid-day meal scheme, introduction of grading system in schools and interest subsidy on education loans to poor students with parental income less than Rs.4.5 lakh per annum are the other prominent steps mentioned in the report card.

The report also includes a scheme for the establishment and management of girls' hostels launched last year.

Bengal, UP and Bihar seek more RTE funds

New Delhi : West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh have demanded moe funds for the effective implementation of the Right to Education Act.

The demand for more money was made at a meeting between the education ministers of these three states with HRD minister Kapil Sibal on Friday.

It was decided that the two-year diploma in primary education run by Ignou for Bihar and UP teachers would be revised.

As for funds, the HRD ministry pointed out it had already moved a note proposing 75:25 funding pattern for Sarva Shiksha Abhiyan between the Centre and the states. SSA will be the main vehicle for implementing RTE. However, Union finance minister Pranab Mukherjee, in his reply to the Finance Bill in Parliament, had indicated SSA's funding pattern would be revised to 65:35. For 2010-11, SSA funding pattern is 55:45.

For West Bengal, a specific issue raised during the discussion was the need to transit from the present structure of Class I to IV as primary and Class V to X as part of secondary to the three-tier structure of Class I to V as primary, Class VI to VII as upper primary and class IX and X as secondary.

Bengal minister Partho Dey said the state had commissioned a study by IIM Calcutta to give a roadmap for education for the state.

Justifying the need for more funds, Bihar minister Hari Narayan Singh said for effective implementation of RTE, the state needed 4.86 lakh new teachers, 4,700 new schools, 4,663 new school huildings, 3.46 lakh classrooms, training for 2.85 lakh teachers, 30,630 common toilets and 47,008 separate toilets for firls.

Times news network, The Times of India, 29.5.10

শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রচার

স্টাফ রিপোর্টার : শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইনটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে ও তার সমস্ত দিকগুলি তুলে ধরার কাজ করছে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক।

বুধবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে একথা জানান ডব্লু বি এ এন-এর কনভেনার দীপালী নন্দী। নতুন এই আইন প্রসঙ্গে তারা এক আলোচনা সভারও আয়োজন করেন। ২৭টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা এতে অংশ গ্রহণ করেন। রাজ্য সরকার আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা নেবে জানার পর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির ভূমিকা কি হবে তা আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনে ঠিক হবে বলে তিনি জানান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গৌর গোপাল সর্দার, রাহুল আমিন ও অন্যান্যরা। **কালান্তর, ৬ মে ২০১০**

এই রিপোর্টগুলি সংবাদপত্র এবং ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

শিক্ষায় মৌলিক অধিকার

সুনন্দ সান্যাল

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং গত বৃহস্পতিবার, পয়লা এপ্রিল, প্রত্যুষে ভারতের সব শিশুদের জন্য শিক্ষার মৌলিক অধিকার ঘোষণা করলেন। আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি প্রাণ ধারণের ন্যূনতম শর্ত। এই অধিকার বিঘ্নিত হচ্ছে প্রমাণ করতে পারলে সংশ্লিষ্ট শিশুটির অভিভাবক আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন। ফলে, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি যে কোনও শিশু সরকারি ব্যর্থতার দরুন মৌলিক শিক্ষা (elementary education) থেকে বঞ্চিত হলে সরকারকে খেসারত দিতে হবে। অন্যদিকে সরকারি সব শর্ত পূরণ করলে অভিভাবক-অভিবাবিকাদের ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাতে হবেই। অর্থাৎ, নিখরচায় শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও আইনানুগ হল। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি আজ যা হয়েছি, তা কেবল শিক্ষার জন্যই হতে পেরেছি। তবে, মনে পড়ে, বালক বয়সে আমাকে বহু পথ হেঁটে স্কুলে যেতে হত। আমি পড়তাম কেরোসিনের মিটমিটে আলোয়। প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিত হল, এমনটা এখন থেকে ভারতে আর হবে না।

মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে এই স্বপ্নই দেখেছিলেন অন্তত ১০০ বছর আগে। তখন অবিভক্ত ভারতবর্ষে শিক্ষার হার ছিল ৬ শতাংশ। গোখলের এই স্বপ্ন সফল করার কথা আমরা স্বাধীনতার জন্মলগ্নে ভেবেওছিলাম। তাই ১৯৫০-এ সংবিধান চালু করার সময় আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম দশ বছরের মধ্যে বিভাজিত ভারতের সব শিশুকে স্কুলে এনে ফেলবই।

ওই পর্যন্তই। আমরা ১০ কিমির মধ্যে অন্তত একটি স্কুল, পাহাড়ি অঞ্চলে আরও কাছাকাছি স্কুলের কথা ভেবেছিলাম। তবে কার্যকর করিনি। কারণ, ভারতীয়রা চিন্তক হিসাবে ভুবনবিখ্যাত, হাতেকলমে কাজ করার জন্য আদৌ নয়। তাই, কাজটা করতে একটু দেরি হয়ে গেল। ভিনদেশিরা বলে, Indians are great thinkers, but bad doers। 'একটু' মানে সামান্য ৫০ বছর! এখন বলা হচ্ছে, এক কিমির মধ্যেই একটি করে স্কুল গড়ব। প্রশ্ন, হল, পারব তো? মানে, সত্যি সত্যি ইচ্ছাটা জন্মেছে তো? নাকি, আবার পরদেশিরাই সত্য প্রমাণিত হবে?

কথাটা বলছি এইজন্য যে, পাহাড়ি বা নদনদী-ঘেরা অঞ্চলে আরও ঘনঘন স্কুলের কথাও ভেবেছিলাম আমরা। কিন্তু, পরদেশিদের সত্য প্রমাণ করতে কাজের কাজটা করিনি। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কথাই ধরুন। ১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসার পরে তার আশঙ্কা হতে থাকে বড় জোর পাঁচ বছরের মধ্যে তাকে কাজটা সেরে ফেলতে হবে—হতে পারে, তার আগেই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তাদের উৎখাত করবে। প্রমোদ দাশগুপ্ত তখন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক। তাঁর চিন্তায় রাজ্যের সব শিশুকে স্কুলে আনতে পারলে ক্ষমতায় ফিরতে সুবিধা হবে।

এ কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে ভেবে সম্ভবত প্রমোদবাবুর প্রেরণায় রাজ্য সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজি তুলে দেয়—চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাস-ফেল প্রথাও তুলে দেয়। তবু, স্কুলের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই বাড়ায়নি। শিক্ষকের সংখ্যাও প্রায় কিছুই নয়।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত কানমারি গ্রামে গিয়েছিলাম ২০০৮-এ। আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামটির একটু বৈশিষ্ট্য আছে ভোট ব্যাংক হিসেবে—তথা অবাধ ভোট জালিয়াতির প্রয়োজনে গ্রামটির গুরুত্ব এতটাই যে, ২০০৫-এ কান্তি গাঙ্গুলি ও কয়েকজন তাবড় নেতানেত্রী শিক্ষকদের দিয়ে শিক্ষার সঙ্গে অসম্পর্কিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে অনৈতিক, কাজও করাতে থাকেন। ফলে, গত ৩৩ বছরে, কেবল স্কুলছুট নয়, স্কুল-বহির্ভূত বয়স্ক নিরক্ষর নারীপুরুষের সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়েছে। হেঁজিপেঁজিদের মধ্যে আমিই প্রথম গ্রামটিতে যাই। কানমারি ভেড়িপ্রধান এলাকা। অভিযানের আওতায় কয়েকটি স্কুল হলেও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ই স্থাপিত হয়নি।

এ থেকে দু'টি অনুমান করা যায়। এক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাকে বরাবর অত্যন্ত কম গুরুত্ব দিয়ে এসেছে, এবং, দুই, ভোটজালিয়াতি বন্ধ না করতে পারলে কোনও দিনই ভোটব্যাংক হিসাবেও কোনও রকম গুরুত্ব পাওয়া অসম্ভব। কানমারির ভেড়িগলি যখন জলে টইটুম্বুর, তখন তো বটেই, শুকনো থাকলেও তার বিঘ্নসংকুল বিশেষ অঞ্চল বলে চিহ্নিত হওয়ার কথা। কারণ, ভেড়ির মধ্য দিয়ে হাঁটা শিশুদের পক্ষে কেবল বিপজ্জনকই নয়, সময়সাপেক্ষও বটে। তাই, ভেড়ির কথা মাথায় না রাখলে প্রধানমন্ত্রী যত দূরে স্কুলে যেতেন, নিকটের স্কুলটিও তার চেয়েও বেশি দূরবর্তী হয়ে যেতেই পারে।

আশা করছি, এ বার আর তা হবে না। কারণ, প্রত্যেকটি শিশুর আবাস থেকে এক কিলোমিটার বেশি দূরের স্কুলে যেতে বাধ্য হলে, সরকারকে যানবাহনের ভাড়া গুণে দিতে হবে। অর্থাৎ, চমৎকার ব্যবস্থা! এত ভালো সইবে তো? মনমোহনজি বলেছেন, অন্তত টাকার অভাব না। আর একদিকে, পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী গাওনা গেয়ে রেখেছেন, 'রাজ্য বাজেটের সব টাকা দিয়েও শিক্ষার অধিকার রূপায়ণ অসম্ভব।'

আদত কথাটা কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেননি। তা হল, তোলাবাজদের দিয়েথুয়ে কাজটা করা যাবে কি? মনে পড়ে, পশ্চিমবঙ্গের দ্বাদশ বিধানসভায় সি পি এমের বিধায়ক পদ্মনিধি ধরের নেতৃত্বে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি বলেছিল, প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক স্কুলের জন্য জমিটুকু সংগ্রহ করাই সম্ভব নয়।

ভারতীয়রা স্বভাবত ভাবের ঘরেই চোর। তাই রাজীব গান্ধী আবিষ্কার করেছিলেন, এক টাকা খয়রাতি সাহায্য পাঠালে কালাহান্ডির ক্ষুধার্তের কাছে গিয়ে পৌঁছায় মাত্র ১০ পয়সা। তাই, ভোট জালিয়াতি ছাড়া ভোট ব্যাংক স্ফীত করাটাও অসম্ভব। কিন্তু ভোট জালিয়াত তৈরি করতে প্রয়োজন হয় নিরক্ষর মানুষেরও, কেননা, ওরা অক্ষরধৃত সমাজে অকেজো বা unemployable। ফলে, নিরক্ষর লোকের বিশেষ প্রয়োজন। ওরাই ভোট জালিয়াতি করে—রাজনৈতিক দলগুলো ওদের দিয়ে ভণ্ডামি করায়, তোলা আদায় করে, খুন ও ধর্ষণ করায়, আরও কত কী।

আদতে আদর্শ-ফাদর্শ বাজে কথা। মহামতি গোখলের স্বপ্নপূরণও তাই। ওয়ার্ল্ড তথা উন্নত দেশের চাপের মুখে অবশেষে কাজটা করতেই হচ্ছে। কারণ, উন্নত দেশগুলো বুঝেছে, বিশ্বায়ন, টিভি আর ইন্টারনেটের যুগে ব্যাবসা-বাণিজ্য ছড়াতে হলে বিপুলভাবে বাজার বাড়াতে হবে। যথেষ্ট সংখ্যক ক্রেতা চাই। তার জন্য চাই দুনিয়াজুড়ে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী। ভারতের মতো উন্নয়নকামী দেশে বাজার বাড়াতেই হবে। ইতিমধ্যেই ভারত ক্রেতা হলে বিদেশে স্টক মার্কেটে শেয়ারের দাম অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু, ন্যূনতম শিক্ষা না থাকলে বিজ্ঞাপনের মানেটুকুও সাধারণ মানুষ বোঝে না। সেই অবস্থাই হয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ শ্রেণি-উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের। একাধিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, রাজ্যের চতুর্থ শ্রেণি-উত্তীর্ণ স্কুলপড়ুয়াদের ৮০ শতাংশই ম্যালেরিয়ার সরল বাংলায় লেখা একটা প্রচারপত্রের মানে বোঝে না। অন্যান্য রাজ্যের অবস্থাও বিশেষ ভালো না। স্বাধীনতার ৬৩ বছর পরে প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামো মোটামুটি কী দাঁড়িয়েছে, জানলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কত খারাপ, তাও বোঝা যাবে।

সংবিধান চালু হওয়ার দশ বছর পরেও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট উদ্যোগ না নেওয়ায় আমাদের ১৯৬১ সালে সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, সাক্ষরতার হার ছিল, পশ্চিমবঙ্গে ৩৫%, মহারাষ্ট্রে ৩৫% এবং তামিলনাড়ু ৩৬%। শতাংশের হারে ২০১১-তে দাঁড়ায় পশ্চিমবঙ্গে ৬৯%, মহারাষ্ট্রে ৭৭% এবং তামিলনাড়ু ৭৩%। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটাও কিন্তু সার্বিক চিত্র নয়। উত্তর দিনাজপুরে সাক্ষরতার হার ৪৭.৯%। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সিদের জন্য মাথাপিছু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খরচা ছিল ১২৭৯ টাকা, অসমের ছিল ৩৪২১। আর ২০০৫-২০০৬-এ প্রাইমারি স্কুলে (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত) স্কুলছুটের হার ছিল পশ্চিমবঙ্গে ৩৮.৭%। পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্রে ৫.১%।

এই অবস্থায় পড়ে আছে বিভিন্ন রাজ্য। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটাই বোধ করি সব চেয়ে খারাপ। অতএব, সবে শুরু হওয়া কাজটার ফল ফলতে লাগবে অন্তত ১৫/২০ বছর—তাও যদি স্কুলগুলোতে ঠিক মতো পড়াশুনা হয়। সেটাও একটা মস্ত বড় অনিশ্চয়তা।

বর্তমান ০৫.০৪.১০

সকলের জন্য শিক্ষা

আমরা সত্যি কতটা চাই

লক্ষ লক্ষ শিশু শিক্ষার সুযোগ পায় না, এ তথ্য যদি আমাদের ন্যায়ের বোধকে সে ভাবে খোঁচাত, শিক্ষার অধিকার নিয়ে আইনের দরকারই হত না। লিখছেন অচিন চক্রবর্তী

শিক্ষার অধিকার আইন পয়লা এপ্রিল থেকে চালু হয়ে গেল। সংবাদমাধ্যমে প্রায় প্রতি দিনই এ বিষয়ে কিছু না কিছু খবর পাচ্ছিলাম। মায়াবতী বললেন তাঁর সরকার এক পয়সা খরচ করতে পারবে না। আইনের প্রয়োগ করতে যে অর্থের প্রয়োজন তার পুরোটা কেন্দ্রকেই দিতে হবে। প্রথমে কেন্দ্রের প্রস্তাব ছিল রাজ্যগুলিকে দিতে হবে ৪৫ শতাংশ, আর বাকিটা দেবে কেন্দ্র। একে একে আরও কয়েকটি রাজ্য আর্থিক দায় বহনের অক্ষমতা জানাতে থাকলে কেন্দ্র পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেয়। মনে হচ্ছে ভাগাভাগিটা হয়তো ৬৫:৩৫-এ দাঁড়াবে। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল অবশ্য আরও অন্য প্রশ্ন তুলেছে। তারা বলছে, কেন্দ্র যে ভাবে একতরফা সব সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্যগুলির ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষত, শিক্ষা যেহেতু সংবিধানে যৌথ তালিকাভুক্ত।

শিক্ষার অধিকার আইন-পরবর্তী এই প্রতিক্রিয়াবলি থেকে ধোঁয়া উৎসারিত হয় যতটা, আলো নয়। তবু, এটা যে হচ্ছে, তাও কম নয়। এক দিকে এমন 'যুগান্তকারী' আইন প্রণয়নের কৃতিত্ব করায়ত্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারের ঢাকের স্বাভাবিক টাকডুমাডুম, আর অন্য দিকে অকংগ্রেসি রাজ্যগুলিও মেনে নিতে পারেনা কংগ্রেসের টুপির ওপর পালক চড়ানোর এই প্রচেষ্টা। এই সব ডামাডোলে শিক্ষার অধিকারের মর্মবস্তুটা খানিক ধোঁয়াটে হয়ে গেলেও যাক। 'কিছু করিবার এবং হইবার আগে ক্ষেত্রটাতে দৃষ্টি তো পড়ুক। কোনোমতে মনটা যদি একটু উসখুস করিয়া ওঠে তা হলেই আপাতত যথেষ্ট।' রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে লিখছেন। ব্যয়বরাদ্দ, দায়ের ভাগাভাগি নিয়ে কেন্দ্র রাজ্যের চাপান-উতোর দেখি। আইনের ধারা ধরে কেউ যাতে প্যাঁচে ফেলতে না পারে, সেই লক্ষ্যে শিক্ষা দফতরের অফিসারদের তৎপরতাও দেখি। কিন্তু, মনটা উসখুস করিয়া ওঠে? আরও মারাত্মক কথা বলেছেন কবি। 'শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষা বিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই।'

আরও মারাত্মক কথা বলেছেন কবি। 'শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষা বিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই।'

আমরা যেহেতু গরজ করি নাই, রাষ্ট্র তার নিজের মতো গরজ করিয়াছে। এ কথা বলে অবশ্য শিক্ষার অধিকারের আইনের পক্ষে যাঁরা সক্রিয় থেকেছেন, তাঁদের অবদানকে খাটো করতে চাইছি না। দেখতে চাইছি, রাষ্ট্রীয় গরজের প্রকৃতিটা। বুনিয়াদি শিক্ষায় ব্যয়বরাদ্দ গত দেড় দশকে যেটুকু বাড়ল, তা প্রথমে এল বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক সহায়তার হাত ধরে। পরে যুক্ত হল করদাতাদের থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত 'শিক্ষা সেস'। এই সেস নির্ভরতা এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা এখন অনেকটা কমে গেছে তা বলা যাচ্ছে না। ২০০৮-'০৯ সালেও বুনিয়াদি শিক্ষায় বিদেশি সাহায্য এসেছে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। এমতাবস্থায় রাজ্যগুলি কেন্দ্রের 'সদিচ্ছা' নিয়ে কটাক্ষও করতে পারে। কই, শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনে করপোরেট ট্যাক্স এ বার আর কমাব না বাজেটে — এমন সদিচ্ছার কথা তো শুনি না! তোমরা আবার রাজ্যের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তোলো কী করে?

এই চাপান-উতোরে, ভয় হয়, উদ্দেশ্য-বিধেয় ঘেঁটে যাবে আবার। মানবাধিকার বিষয়ে অমর্ত্য সেন তাঁর একটা সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বারবার ব্যাখ্যা করেছেন। বক্তব্যটা অধিকার এবং অধিকার সংক্রান্ত আইনের সম্পর্ক বিষয়ে অধিকারের যৌক্তিকতা আসে সমাজে নৈতিকতার ধারণা থেকে। আইন থাকলে তবেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, না হলে অধিকারটা স্বীকারই করব না — আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা-ভাবনায় এমন একটা প্রবণতা দেখা যায়। অমর্ত্য সেন এই ভাবনাটাকে বারবার ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে, স্বাস্থ্য বা শিক্ষা বিষয়ে অধিকারের আইনি স্বীকৃতির জন্যে যাঁরা লড়াই করেন, তাঁরা অনেক সময়ে তাঁর বক্তব্যকে ভুল বুঝেছেন। এই বিভ্রান্তিটা অস্বাভাবিক নয়। দার্শনিক বেন্থামও বলেছেন, আইনগত দাবি ছাড়া মানবাধিকারের স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নেই। এই ভাবনার প্রধান বিপদটা হল অর্থাভাব কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি দেখিয়ে অধিকারের আইনি স্বীকৃতিটা ক্রমাগত পিছিয়ে যায়। আর, আইনি স্বীকৃতি যত দিন না হচ্ছে, তত দিন কিছুই যেন করার দায় থাকে না। শিক্ষার অধিকারের প্রশ্নটা সামাজিক ন্যায় বিচারের পরিসরে কতটা জায়গা পেয়েছে এত কাল? লক্ষ লক্ষ শিশু শিক্ষার সুযোগ নিতে পারছে না, এ তথ্য আমাদের ন্যায়ের বোধকে যতক্ষণ না তীব্রভাবে খোঁচাতে পারছে, শিক্ষার সর্বজনীনতা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে। যদি সে ভাবে খোঁচাত, শিক্ষার অধিকার আইনের প্রয়োজনই হত না।

এক দিন-আনি-দিন-খাই পরিবারে বাবা-মা কাজে বেরিয়ে যান। ছেলেটিকে স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে। কিন্তু, সে স্কুলে না গিয়ে কী করছে, তার নজরদারির সামর্থ্য এই দরিদ্র বাবা-মার নেই। আইনে বাবা-মার কর্তব্যের কথা বলা আছে। স্থানীয় সরকারের, শিক্ষকের কর্তব্যের কথাও সব বলা আছে। কিন্তু, এখানে কে যে আইনভঙ্গকারী, তার মীমাংসা করতে বেলা গড়িয়ে যাবে।

হিসেব কষে দেখা গেছে শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে চলতে গেলে আগামী পাঁচ বছরে প্রয়োজন হবে এক লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকার। অর্থাৎ, বছরে চৌত্রিশ হাজার কোটি। কেন্দ্র-রাজ্যের ভাগাভাগি যেখানেই স্থির হোক না, অর্থের সমস্যা বিশেষ হবে না বলেই মনে হয়। সমস্যা আসলে অন্যত্র। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ৩৩০০ নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। সমস্যা বহুবিধ। প্রশাসনের গড়িমসি থাকতেই পারে। কিন্তু, স্কুলবাড়ির জন্যে জমি জোগাড় করার সমস্যাটাই সম্ভবত প্রধান। আইনের হুড়কোয় নতুন স্কুল কিছু বাড়বে ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো যাবে কি না, বলা মুশকিল।

কার কী দায়িত্ব, তার বিস্তৃত তালিকা আইনের ধারাবলির মধ্যে যতই ভেবেচিন্তে রাখা হোক না কেন, তার বাইরেও দায়িত্ব থেকে যায়। ইমানুয়েল কান্ট-এর 'পারফেক্ট অবলিগেশন' আর 'ইমপারফেক্ট অবলিগেশন'-এর ধারণা দিয়ে এ ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে। শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে সরকার আমার বাসস্থানের এক কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রাখতে বাধ্য — এটা পারফেক্ট অবলিগেশন। কিন্তু, এর সঙ্গে আমাদের সবারই ইমপারফেক্ট অবলিগেশন রয়েছে, এটা লক্ষ রাখা যে ৬ থেকে ১৪ বছরের সব ছেলেমেয়েই স্কুলে যাচ্ছে, এবং তাদের এক পয়সাও খরচ করতে হচ্ছে না তার জন্যে। আইনি বয়ানের মধ্যে শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের অধিকারকে বাঁধতে গেলে এই ইমপারফেক্ট অবলিগেশনটা চাপা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়িত হল কি না, তা দেখার দায়িত্ব যে আমাদের সকলেরই, এই কথাটা আইনে লেখা না থাকলেও বারবার মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার আছে।

লেখক ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা'য় (আই ডি এস কে) অর্থনীতির শিক্ষক

আনন্দবাজার পত্রিকা ২২.০৪.১০

জল সুরক্ষার দাবিতে মোটর সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৫ এপ্রিল, ২০১০ দীঘা থেকে তমলুক পর্যন্ত জল সুরক্ষার দাবিতে এক মোটর সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। জেলার জল পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ২৭টি সংগঠন (ওয়েবেনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নেটওয়ার্ক সহ) একসাথে গড়ে তুলেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জল সুরক্ষা সমিতি। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য সরকারি ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি, যত্রতত্র শ্যালো টিউবওয়েল বন্ধ করা, ভূগর্ভের জল ব্যবহার নীতি ঠিক রা সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে এই র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। রাজস্থান থেকে ডঃ রাজেন্দ্র সিং এই র‍্যালিতে যোগ দেন এবং বক্তব্য রাখেন। জেলা পরিষদের সভাগৃহে জল সুরক্ষা বিষয়ে একটি আলোচনাসভারও অনুষ্ঠিত হয়। এই র‍্যালির পর জেলা শাসক জল সুরক্ষা বিষয়ে এক বিশেষ সভা ডেকেছে। ওয়েবেনের উদ্যোগে এই উপলক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন ব্লকে পথসভা করা হয়।

১ পাতার শেষাংশ...

সঙ্গেসঙ্গেই জামিন পেয়েও গেছে। ইউনিয়ন কার্বাইড-এর তৎকালীন প্রধান মার্কিন নাগরিক ওয়ারেন অ্যান্ডারসন সম্পর্কে রায়দানকালে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোন উচ্চবাচ্চই করেননি। জানা গেছে দুর্ঘটনার পর অ্যান্ডারসন কারখানা পরিদর্শনে এলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু কোন এক রহস্যজনক কারণে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই রহস্যের সাথে জড়িয়ে পড়েছে মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং ও প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নাম। সেই থেকেই পুলিসের খাতায় তিনি নিখোঁজ, যদিও এটা আজ অনেকেরই জানা নিউইয়র্কের এক বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে তিনি এই মুহূর্তে বাস করছেন। গ্যাস-পীড়িতরা অ্যান্ডারসন সহ সংশ্লিষ্ট সকলের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। প্রতিবাদের মুখে পড়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং গোটা বিষয়টি অনুসন্ধান করে দশ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে একটি মন্ত্রীগোষ্ঠীর উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। রায়ের বিরুদ্ধে শুধু দেশের মধ্যেই নয় বিদেশেও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে। ক্ষতিপুরণের ক্ষেত্রেও খুব একটা ন্যায়বিচার পাননি ক্ষতিগ্রস্তরা। ইতিপূর্বে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে ১৯৮৯ সালে ইউনিয়ন কার্বাইড ভারত সরকারকে ৭০৫ কোটি টাকা ক্ষতিপুরণ বাবদ দিয়েছে, ক্ষতির তুলনায় যার পরিমাণ অত্যন্ত কম। ক্ষতিগ্রস্থরা আরও বেশি ক্ষতিপুরণের দাবি করেছেন। কিন্তু পাওয়ার কোন আশা নেই। ১৯৯৯ সালে ইউনিয়ন কার্বাইড কিনে নিয়েছে ডাও কোম্পানী। এই সেই কোম্পানী, নয়াচরে কেমিক্যাল হাব হলে যাদের পদধূলি পড়বে আমাদের রাজ্যে। ডাও অতিরিক্ত ক্ষতিপুরণের দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার কাঠগোড়ায় দাঁড়ানো ইউনিয়ন কার্বাইডের বর্তমান মালিক ডাও কেমিক্যালস-এর কোন দায় নেই বলে কি আগেই মেনে নিয়েছিল ভারত সরকার? আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রণেন সেনকে লেখা ডাও কেমিক্যালস-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অ্যান্ডু লিভেরিসের একটি চিঠির সূত্রে এমনই অভিযোগ উঠেছে। তথ্যের অধিকার আইন প্রয়োগ করে ২০০৬ সালের ৮ নভেম্বরে লেখা এই চিঠিটি উদ্ধার করেছে 'ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেন ফর জাস্টিস ফর ভোপাল'। শেষ সংবাদ অনুসারে সরকার অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে যা ভারতীয়দের করের টাকা।

মৌলিক অধিকার হলেই শিক্ষা সবার কাছে পৌঁছে না

নিধুভূষণ দাস

শিক্ষা আনে সচেতনতা। কথাটি বহুশ্রুত। কথাটি অগ্রাহ্য করা যায় না। শিক্ষা ব্যক্তি-মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করে। আবার শিক্ষাই অর্থপূর্ণ গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষিত জনমত গঠনের সহায়ক হয়। কিন্তু পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও আমাদের দেশে নিরক্ষরের হার এবং সংখ্যা অনেক। দেশের জনসংখ্যার ১২ শতাংশের কিছু বেশি উচ্চশিক্ষার জন্য নাম লেখায়। অর্থাৎ প্রায় ৮৮ শতাংশ মানুষ উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে যেতে পারে না।

এই অবস্থায় দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ নিতে চলেছেন। এক বছর আগে প্রণীত ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন চালু করেছেন। পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক প্রস্তাবিত ন্যাশনাল এডুকেশন ফিন্যান্স কর্পোরেশনের মাধ্যমে বন্ড ছেড়ে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করছেন।

নতুন শিক্ষা আইনের প্রাসঙ্গিক সংবিধান সংশোধনী এবং সূত্রে ৬ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা মৌলিক অধিকার হয়ে গেল। অর্থাৎ এই বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আয়োজন করতে রাষ্ট্র বাধ্য। এতদিন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু অবৈতনিক এই শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকার কতটা আয়োজন রেখে আসতে পেরেছেন তা সবারই জানা। সরকারি প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা এবং পরিকাঠামো যথেষ্ট হতাশাজনক। গ্রাম ভারতে বহু শিশু শিক্ষায়তনের বাইরে, বলা যায়, অধিকাংশ শিশুই স্কুলমুখো হয় না, হতে পারে না। শহরেও সব শিশু সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায় না। এর মানে এই নয় তারা বেসরকারি স্কুলে যায়। শহরের চা স্টলে, রেস্তোরাঁয় কর্মরত শিশু শ্রমিকদের দিকে তাকালে, কিংবা কাগজ কুড়ানিদের দেখলেই বাস্তব চিত্রটা বোঝা যায়। অর্থাৎ স্বাধীনতার এত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অনেকের জন্যই অধরা রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। স্বপ্ন এবং বাস্তবের মধ্যে, প্রতিশ্রুতি এবং তা রূপায়ণের মধ্যে ব্যবধান থেকে গেল। সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ঠিক নেই। এই অনুপাত যথাযথ রাখতে গেলে দেশে দরকার ১২ লক্ষ শিক্ষক। এটি সরকারি হিসাব। এখন রয়েছেন ৭ লক্ষ শিক্ষক, প্রয়োজনের তুলনায় ৫ লক্ষ কম।

মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের হিসেব বলছে, দেশে এখন রয়েছে ২২ হাজারের মতো কলেজ এবং ৪৮০টি বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান সরকার আগামী ১০ বছরে ৩০ শতাংশ মানুষকে উচ্চশিক্ষার আলোয় আনতে চান। তা করতে গেলে আরও ৩৫ হাজার কলেজ এবং ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যেই ছাড়া হবে বন্ড, তোলা হবে টাকা। পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকেও উৎসাহিত করা হবে।

আমাদের সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ২১ক ধারা এনে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। এই সংশোধনীর সূত্রেই শিক্ষার মৌলিক অধিকার কার্যকর করার পথ ও পন্থা নির্ধারণের জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। আইন কমিশন প্রথমে বেসরকারি স্কুলে অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ করেন। তখন যে সরকার এই আইনের খসড়া তৈরি করেন, তারা নির্বাচনে পরাজিত হন। নতুন সরকার নিজেদের মতো করে খসড়া তৈরি করেন। নতুন বিল ২০০৯ সালে সংসদে গৃহীত হয়। এতে গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য সরকারি স্কুলে ২৫ শতাংশ সংরক্ষণের বিধান রাখা হয়েছে। অস্বীকৃত স্কুল চালানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, স্কুলে ভর্তির জন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে কোনোরকম দান নেওয়া চলবে না, এবং ভর্তি হতে আসা ছেলেমেয়ে কিংবা তাদের বাবা-মায়ের সাক্ষাৎকার নেওয়া যাবে না। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত কোনো ছেলেমেয়েকে কোনো শ্রেণিতে আটকে রাখা যাবে না (যারা উপরের ক্লাসে উঠবে), বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে না। তাদের কাউকে বহিষ্কার করা যাবে না। যারা স্কুলছুট তাদের একই বয়সের স্কুল পড়ুয়াদের সমকক্ষ করে তোলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণেরও বিধান রাখা হয়েছে। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিবন্ধীদের জন্যও শিক্ষা মৌলিক অধিকার করা হয়েছে। শিশুর অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় কমিশন গঠন, রাজ্যস্তরে এই আইন কার্যকর করার বিষয়টি তত্ত্বাবধানের জন্য রাজ্য কমিশন গঠনের কথা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে স্কুলের পরিকাঠামো, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত উন্নত করার কথাও। যে কোনো আইনে স্বপ্ন থাকে, সেই সপ্ন রূপায়ণের ইচ্ছা থাকে এবং ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। তা সত্ত্বেও বাস্তবে সাংবিধানিক অধিকার, আইনের সুবিধা সবার পক্ষে পাওয়া বা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে নাগরিক হাইকোর্টে (সংবিধানের ২২৬ ধারায়) কিংবা সুপ্রিম কোর্টে (৩২ ধারায়) রিট আবেদন করে প্রতিবিধান চাইতে পারে। কিন্তু সব ভুক্তভোগী নাগরিক এই সুবিধা নিতে পারে না। প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় অর্থের অভাব, ক্ষেত্র বিশেষে সচেতনতার অভাব। এই অভিজ্ঞতার আলোকে দেখতে গেলে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হওয়া সত্ত্বেও যে সব শিশু শিক্ষার সুযোগ এখনই পেয়ে যাবে, এমন আশা করা যায় না। অনেক শিশু পারিবারিক অসুবিধার কারণেই হয়তো স্কুলমুখী হতে পারবে না। যদি হতে পারতো

যে কোনো আইনে স্বপ্ন থাকে, সেই সপ্ন রূপায়ণের ইচ্ছা থাকে এবং ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। তা সত্ত্বেও বাস্তবে সাংবিধানিক অধিকার, আইনের সুবিধা সবার পক্ষে পাওয়া বা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে নাগরিক হাইকোর্টে (সংবিধানের ২২৬ ধারায়) কিংবা সুপ্রিম কোর্টে (৩২ ধারায়) রিট আবেদন করে প্রতিবিধান চাইতে পারে। কিন্তু সব ভুক্তভোগী নাগরিক এই সুবিধা নিতে পারে না। প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় অর্থের অভাব, ক্ষেত্র বিশেষে সচেতনতার অভাব।

তবে শিশুশ্রমবিরোধী আইন থাকা সত্ত্বেও শিশুশ্রমের বাস্তবতা থাকতো না। দারিদ্র্য এক্ষেত্রে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াবে। উপরন্তু স্কুলের উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবও বাধা হয়ে থাকবে। যথাযথ পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে এমন স্কুলে প্রচুর ছাত্র ভর্তি করা হলে তাতে পঠনপাঠন কতটা হবে সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্টই থেকে যায়। আমাদের চারপাশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টি প্রকল্প থাকলেও পঠনপাঠন কতটা হয়, তা অজানা নয়। অনেক স্কুলেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। শিক্ষকতা নেহাতই চাকরি, মিশন নয়, এমন শিক্ষকও বিরল নন। রাজ্যস্তরে আইন প্রয়োগের উপর নজরদারি করার কমিশন থাকলেও পরিকাঠামোগত দুর্বলতার জন্য তা কার্যকর ভূমিকা হয়তো নিতে পারবে না। বাস্তব সমস্যা তাই যথেষ্ট জটিল। তা দূর করার জন্য প্রথমেই জোর দেওয়া দরকার অসম অর্থনৈতিক বিকাশের বাস্তবতায় উন্নয়নের সুফল যাতে অঞ্চল নির্বিশেষে সবার কাছে পৌঁছে এবং নিম্নবর্গের মানুষও যাতে সুষ্ঠু জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করা।

সম্ভবত বর্তমান বাস্তবতায় এই সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা কঠিন। যোজনা কমিশনের কর্তা এবং গবেষকরা বলতে পারবেন আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি এযাবৎকাল তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কতটা সফল। বাস্তবে আমরা দেখি চরম দারিদ্র্য কত মানুষের নিত্যসঙ্গী। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সামগ্রিক সাফল্য নিশ্চয়ই এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারতো। এক্ষেত্রে সম্ভবত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুমিত হারকে হার মানায় বলেই তা অন্যতম সমস্যা হয়ে বিরাজ করে। দারিদ্র্য মোচনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হতে পারে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশ থেকে জনস্রোত প্রতিহত করা। লাগামছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোনো পরিকল্পনাকেই সামগ্রিক সাফল্য দিতে পারে না, এবং তা দারিদ্র্য মোচনেরও সহায়ক নয়।

একথা ঠিক শিক্ষার বিস্তার ঘটলে সচেতনতা বাড়বে। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের পথেই যে বাধা। অতি-দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের মা-বাবা স্কুলে পাঠানোর চেয়ে কাজে পাঠাতে বেশি আগ্রহী হন কারণ তাদের কাছে সন্তানের দুটি হাত সামান্য হলেও পারিবারিক আয় বাড়ানোর সহায়ক। তাতে দারিদ্র্য ঘোচে না, সুষ্ঠভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরী নিশ্চিত হয় না বটে কিন্তু তুলনায় ভাল থাকা যায়, যাকে আমরা বলি মন্দের ভাল।

আইনে বলা হয়েছে, বেসরকারি স্কুলে দান নেওয়া যাবে না। অর্থাৎ এই দান নেওয়া হয়, তা প্রকারান্তরে মেনে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলে ভর্তির সময় যে 'দান' নেওয়া হয় তা আসলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেওয়া হয় না, অভিভাবকরা দিতে বাধ্য হন। আইন যদি তা বন্ধ করতে পারে তবে ভাল। কিন্তু নানা নামে নানা পথেই এই 'দান' দেওয়া-নেওয়া অব্যাহত থাকতে পারে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা একটি 'পণ্য' এই কথা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। এই 'পণ্য' মহার্ঘও বটে। একথা ঠিক আমাদের দেশে বেশ কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলির মান উন্নত। কিন্তু অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই রয়েছে যেগুলির মান প্রশ্নাতীত নয়। ওইসব প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য করে, উন্নত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করে না। এই সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের সংশ্লিষ্ট কমিশন কতটা ভূমিকা নিতে পারে তা দেখার বিষয়।

বস্তুত শিক্ষার অধিকার অর্থপূর্ণ করতে হলে সরকার এবং সরকার-পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিকাঠামো যেমন উন্নত করা প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের কাম্য অংশগ্রহণ ও যুক্তিগ্রাহ্য হস্তক্ষেপ। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো, শিক্ষাদানের মান ইত্যাদির উপর সরকারের নজরদারি থাকা জরুরি। বলা বাহুল্য, এই সব প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর খরচ বিপুল। কিন্তু আমাদের আশেপাশে এমন নামী বেসরকারি স্কুলও রয়েছে যেখানকার পড়ুয়াদের প্রতিটি বিষয় প্রাইভেট টিউশন নিতে হয়। এমন হবে কেন? অনেক বেশি মাইনে দিয়ে পড়ার পরও প্রাইভেট টিউশনের প্রয়োজন হবে? একথাও ঠিক, এইসব স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সবার বেতন সরকারি বা সরকার-পোষিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মত নয়। ফলে সব শিক্ষক-শিক্ষিকার মান এক নয়, কারও কারও মান হতাশাব্যঞ্জক। এইসব দেখার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। পাশাপাশি সরকারি শিক্ষা পরিকাঠামোর ক্রমউন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। কাজটা কঠিন। তাই সরকারকেই ভূমিকা নিতে হবে। অর্থপূর্ণ গণতন্ত্রের জন্যই শিক্ষা-বিস্তার জরুরি।

■ **উত্তরবঙ্গ সংবাদ ০৮.০৪.১০**

শিক্ষার অধিকার

পার্থসারথি দাশ

গরু, ছাগল,শুয়োর, কুকুর-বিড়ালের বাচ্চারা বড় হলে আপনা আপনি গরু, ছাগল, শুয়োর, কুকুর-বিড়াল হয় — তার জন্য আলাদা কোনো মেহনত করতে হয়না। কিন্তু মানুষের সব বাচ্চা বড় হলে মানুষের আকৃতি পায়, সকলে মানুষ হয় না - তাদের মানুষ করতে হয়। তার জন্য যে প্রক্রিয়াটা জরুরী সেটাই শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন — Education is the manifestation of perfection already in man'— মানুষের সহজাত প্রকৃতিগুলির অনুশীলন পরিশীলনের মাধ্যমে উন্নত করাই শিক্ষা। সে হিসেবে সকল মানবশিশুরই যথাযথ এবং সমগুণমানের শিক্ষালাভের অধিকার অনিবার্যভাবেই আছে।

দীর্ঘ প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ অপশাসন, তারও আগের নবাবী শাসনব্যবস্থায় এই শিক্ষার হাল ছিল অত্যন্ত অবহেলিত। তাই ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর স্বাধীন-সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হয়েছে, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী জাতির উদ্দেশ্যে উৎসার্গীকৃত হয়েছে। কথা ছিল শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কিন্তু তা না করে নির্দেশক নীতি হিসেবে রেখে বলা হয়েছিল আগামী দশ বছরের মধ্যে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার চেষ্টা হবে। বিগত ৬২ বছরে তা হয়নি বরং ক্রমাগত শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দিনে দিনে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শিক্ষাকে কেড়ে নেবার চক্রান্ত বলবৎ হয়েছে। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন, কোঠারি কমিশন প্রভৃতি বহু কমিশন হয়েছে — কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে— কিন্তু কমিশনের এইসব সুপারিশগুলি সরকার কার্যকর করার দায় ঝেড়ে ফেলেছে।

শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব, বিপ্লব আনে মুক্তি। এখানেই বোধ হয় স্বাধীন দেশের সরকারগুলির আতঙ্ক লুকিয়ে আছে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে। শিক্ষালাভ করে সচেতন হলে মানুষ এই শোষণকামী সমাজের আমূল পরিবর্তন (বিপ্লব) করতে চাইবে — তখন পুঁজিবাদী শোষণ শাসনের অবসান হবে, তবে দেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার গদীতো থাকবে না। তাই শিক্ষা বিস্তারের ভান করে সুকৌশলে অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে শিক্ষাকে কেড়ে নেবার ব্যবস্থা সরকারগুলি করে। তাই Mass Education প্রসঙ্গে লেভ তলস্তয় বলেছিলেন - 'জনগণের অজ্ঞতাই সরকারের শক্তির উৎস। সরকারও এটা জানে বলেই সে সর্বদা যথার্থ শিক্ষাবিস্তারে বিরোধীতা করে। ...' মহামতি লেনিনও একই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, - 'মন্ত্রীমহোদয় শ্রমিকশ্রেণীকে মনে করেন বারুদের স্তুপ এবং জ্ঞান ও শিক্ষা তাদের কাছে আগ্নিস্ফুলিঙ্গের সামিল। তিনি খুব ভালো ভাবেই বোঝেন যে ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যদি বারুদের স্তুপের ওপর পড়ে তা হলে যে বিস্ফোরণটা ঘটবে তা সকলের আগে সরকারের বিরুদ্ধেই নিক্ষিপ্ত হবে।' রাজা রামমোহন রায় আরও পরিষ্কার করে বলেছেন, - 'স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলি সর্বদাই একথা বোঝাতে চায় যে, জ্ঞানের প্রসার ঘটলে প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক কর্তৃত্বটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। কারণ, তাঁরা জানেন যে, মানুষ যদি একবার জ্ঞানের আলো পায় তাহলে তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, ব্যাপক মানুষের সঙ্ঘশক্তি মুষ্টিমেয় ক্ষমতাধিকারীর চাপিয়ে দেওয়া জুলুমের জোয়ালটিকে উৎখাত করতে পারবে এবং সকল জুলুমের নিগড় থেকে মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এসব কথা জানা সত্বেও শতকরা পঁচাশিভাগ মানুষকে যথার্থ শিক্ষার অধিকার কীভাবে দেওয়া যাবে? তাই স্বাধীনদেশের সরকার অধিকাংশ মানুষকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইবে এটা কোনো বিচিত্র কথা নয়। তাই বিগত ছয় দশক ধরে শিক্ষার অধিকার থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়ে আসছে।

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-স্বাস্থ্য ও শিক্ষা - মানুষের মৌলিক অধিকার। আবার সমস্ত অধিকারে চাবিকাঠি যে সরকারগুলির হস্তগত তারা চাইবে কেন মৌলিক অধিকারগুলি থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে - শিক্ষা সচেতন মানুষ খতিয়ে দেখতে চাইবে। শিক্ষাই যদি না থাকে - যুক্তি বিজ্ঞান চর্চা যদি না থাকে তবে সার্বিক শোষণ অত্যাচার চালাতে অসুবিধা হয়না। তাই তো সর্বাগ্রে শিক্ষাকে কেড়ে নেবার চক্রান্ত সমস্ত সরকারের প্রাথমিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিশুর সংজ্ঞা হল ০-১৮ বছর বয়স। ভারত সরকার সেটাও মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ২০০৯ সালের আগস্ট মাসের ৫ তারিখে যে শিক্ষার অধিকার আইন পাশ হল তাতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত। ১-৬ বছর পর্যন্ত অপুষ্ট শিশু কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে - বেঁচে থাকাটা যেখানে অস্বাভাবিক? আবার ১৪ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত শিক্ষার দায়টাও এড়ানো হল কেন - এ প্রশ্ন থেকে যায়।

২০১০ সালের এপ্রিল মাস থেকে শিক্ষার অধিকার আইন চালু হয়ে গেল। সরকার বহু কিছু নিয়ম আইনে চালু করে দিল, কিন্তু মানবে কে? ভর্তি না নিয়ে কাউকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না, ভর্তি ফি বা ক্যাপিটেশন ফি নেওয়া যাবে না, বয়সের সার্টিফিকেট না থাকলেও ভর্তি নিতে হবে, বছরের যে কোনো সময় ভর্তি হতে চাইলে ভর্তি নিতে হবে, মানসিক বা দৈহিক কোনো শাস্তি শিক্ষার্থীকে দেওয়া যাবে না, যিনি এমন শাস্তি দেবেন তাঁর বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশান নেওয়া হবে, প্রতি চল্লিশজন চাত্র-ছাত্রী পিছু একজন শিক্ষক অবশ্যই থাকতে হবে প্রধানশিক্ষক বাদে। ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত ও যথেষ্ট পানীয়জলের ব্যবস্থা, শৌচাগারের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে ইত্যাদি। সর্বোপরি অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত কোনো পাশ-ফেল প্রথা থাকবে না।

কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা - যা মানবসন্তানের চেতনার মান বাড়াবে তার ব্যবস্থা কোথায়? ব্যবস্থা দেখে বীরবলের গল্প মনে পড়ে। '...গাধাদের শিক্ষিত করা হয়, ঘোড়াদের নয়...।'

শৈশব থেকে (০-১৮) শরীর-স্বাস্থ্য-পুষ্টির দিকে লক্ষ্য না রেখে হঠাৎ ছ'বছর বয়স থেকে উঠে পড়ে লাগলে অপুষ্ট অপরিণত মস্তিষ্ক কোন্ পড়ার চাপ নিতে পারবে?

শিক্ষার অধিকার আইনে কিছু ভালো উপধারা থাকলেও সার্বিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকারগুলি না নিয়ে ঢালাও শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণ করে ও একই রাষ্ট্রকাঠামোতে ৭/৮ রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখে বাস্তবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেবার চক্রান্ত চলছে। এ বিষয়ে সর্বশ্রেণির মানুষকে শূন্য থেকে ১৮ বছর বয়স অবধি সমস্ত শিশুর সমগুণমাণের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার সরকারকেই পূরণ করতে হবে - এই দাবীতে আন্দোলন হোক। নতুবা মানুষের সব সন্তান আর মানুষ হয়ে উঠবেনা।

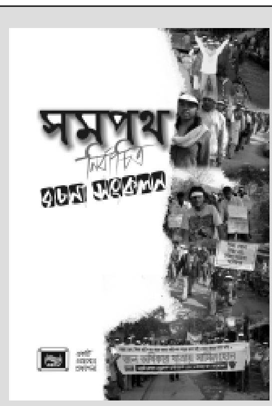

সমপথ

নির্বাচিত রচনা সংকলন

প্রকাশক : ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক (ওয়েবেন)

বিনিময় - পনেরো টাকা

★

প্রাপ্তিস্থান :

ওয়েবেন কার্যালয়

৬০এ/২ ব্যানার্জীপাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৩১

দূরভাষ : ০৩৩ ২৪০৫ ৫৩৩৪

শিক্ষার অধিকার আইন চালু হবার পর নানাজন বিভিন্ন দিক থেকে এর ব্যাখ্যা করছেন ও মতামত দিচ্ছেন। সমপথের পাঠক-পাঠিকাদের এ সম্পর্কে অবহিত করতে এমন চারটি নিবন্ধ বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত হল। আগামী সংকলনগুলিতেও এমন কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হবে। শিক্ষার অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের কথা মাথায় রেখেই এবারের সংকলনটিকেও সাজানো হয়েছে। অগামী সংকলনের প্রস্তুতি চলছে। মতামতের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

\- সম্পাদক

রবি রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wben@vsnl.net, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ ***অনুদান : ২ টাকা***

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য